ভিক্তর দাত্স্কেভিচ

সবুজ দ্বীপে

প্রাণের মেলা

প্রিয় বন্ধুরা!

মস্কো উদ্ভিদ-উদ্যান সম্পর্কে লেখা এই বইটিতে তোমরা লেখকের নিজের তোলা অসংখ্য রঙীন আলোকচিত্র দেখতে পাবে। ছবিগুলো যে কিসের তা জানতে হয়ত তোমাদের খুব ইচ্ছে হচ্ছে। তাই আমরা এখানে তাদের পরিচয়-লিপি দিলাম।

পৃষ্ঠা ৬: সবুজের মেলায় খেলার আসর।

পৃষ্ঠা ৭: বনানী-ঘেরা মস্কোর একটি সরণী, পাশে মস্কো নদী। (উপরে)
মস্কো সোভিয়েতের ভবন। (নিচের অর্ধাংশে, বাঁয়ে)
একখণ্ড সবুজ মাঠ, অদূরে ক্রেমলিন। (নিচের অর্ধাংশে, ডাইনে)

পৃষ্ঠা ১০: টিউলিপ। (উপরে)
লাল টোপর, সাদা দাগফুটকি ব্যাঙের ছাতা। (নিচের অর্ধাংশে, বাঁদিকের নিচে)

পৃষ্ঠা ১২: জাপানী আইভা। (উপরে)
শাপলা, শালুক আর হোগলা ভরা ঝিল। (নিচের অর্ধাংশে, ডাইনে)

পৃষ্ঠা ১৩: শরতে বার্চ বন। (উপরে বাঁয়ে)
হলুদ শাপলা। (উপরে ডাইনে)
লাইলাক মঞ্জরী (সাদা)। (নিচের অর্ধাংশে, বাঁদিকের উপরে)
রডোডেনড্রন গুচ্ছ। (নিচের অর্ধাংশে, বাঁদিকের নিচে)

পৃষ্ঠা ১৬: বনের বুক চিরে চলেছে সরু পথ, পাশে কৌণিক ফার গাছ। (উপরে)

পৃষ্ঠা ১৭: বার্চ বন। (নিচে)

পৃষ্ঠা ১৮: আদ্যিকালের ওক গাছ। (উপরে)
ওক গাছ। (নিচে)

পৃষ্ঠা ১৯: ওক কুঞ্জ।

পৃষ্ঠা ২০: নানা রঙের বার্চ। (নিচে)

পৃষ্ঠা ২১: বার্চ আর বার্চ।

পৃষ্ঠা ২৮: ম্যাপল পাতায় শরতের রং। (উপরের অর্ধাংশে, বাঁয়ে)
লার্চ বন। (নিচের অর্ধাংশে, বাঁয়ে)
ম্যাপল। (নিচের অর্ধাংশে, ডানদিকের উপরে)
ঝাউ। (নিচের অর্ধাংশে, ডানদিকের নিচে)

পৃষ্ঠা ২৯: থুজা। (উপরে)
লার্চ গাছ (মধ্যে)। (নিচে)

পৃষ্ঠা ৩৩: অ্যাস্টার। (উপরে বাঁয়ে)
হেরাক্লিয়ন। (উপরে মধ্যে)
ডালিয়া। (উপরের অর্ধাংশে, ডানদিকের উপরে)
সালভিয়া। (উপরের অর্ধাংশে, ডানদিকের নিচে)
ডালিয়া। (নিচে ডাইনে)
শালিগনাম। (নিচে বাঁয়ে)

পৃষ্ঠা ৩৪: যত বাঁধাকপি।

পৃষ্ঠা ৩৫: আপেল ফুল। (উপরে বাঁয়ে)
বুনো জাম। (উপরে ডাইনে)
ওলকপি। (নিচের অর্ধাংশে, বাঁয়ে)
টম্যাটো। (নিচের অর্ধাংশে, ডাইনে)

পৃষ্ঠা ৩৬: হটহাউসে নারকেল আর কলা। (ডাইনে)
ফার্ন। (বাঁয়ে)

পৃষ্ঠা ৩৭: হটহাউসে ট্রি-ফার্ন ও নারকেল। (উপরে)
লেবু ধরেছে। (নিচের অর্ধাংশে, ডাইনে)
হটহাউসে গ্রীষ্মদেশের রকমারী গাছপালা। (নিচের অর্ধাংশে, বাঁয়ে)

পৃষ্ঠা ৩৮: পাতাবাহার। (নিচের অর্ধাংশে, বাঁদিকের নিচে)
ক্যাকটাস ও স্থুলাঙ্গ গাছগাছালি। (নিচের অর্ধাংশে, ডাইনে)

পৃষ্ঠা ৩৯: কোকো গাছে কোকোর ফসল। (উপরে বাঁয়ে)
পাথরকুচির মঞ্জরী। (উপরে ডাইনে)
হটহাউসের পুকুর। (নিচে বাঁয়ে)
এখ্‌মিয়া। (নিচের অর্ধাংশে, ডানদিকের উপরে)
ক্যাকটাস। (নিচের অর্ধাংশে, ডানদিকের নিচে)

পৃষ্ঠা ৪০-৪১: যত অর্কিড।

পৃষ্ঠা ৪৩: পতঙ্গভুক পিচারপ্লাণ্ট। (উপরে বাঁয়ে)
লজ্জাবতী। (উপরে মধ্যে)
ভিক্টোরিয়া রুজিয়ানার ফুল। (উপরে ডাইনে)
জলে ভিক্টোরিয়া রুজিয়ানা (আমাজন পদ্ম), ছাদে বেয়ে উঠেছে হলুদ রঙের অ্যালামাণ্ডা। (নিচে)

পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭: মরশুমি ফুলের রামধনু।

পৃষ্ঠা ৪৮: পিওন আর পিওন।

পৃষ্ঠা ৪৯: লিলি। (উপরের অর্ধাংশে, ডানদিকের উপরে)
নার্সিসাস। (উপরের অর্ধাংশে, ডানদিকের নিচে)
সুইট পি (নিচের অর্ধাংশে, বাঁদিকের উপরে)
ফরগেট-মি-নট। (নিচের অর্ধাংশে, ডানদিকের উপরে)
পেটুনিয়া। (নিচের অর্ধাংশে, মধ্যে আর বাঁদিকের নিচে)
জাফরান। (নিচের অর্ধাংশে, বাঁদিকের নিচে)

পৃষ্ঠা ৫০: টিউলিপ। (উপরে বাঁয়ে)
যত গ্লাডিওলাস। (উপরে), গ্লাডিওলাস। (নিচে)

পৃষ্ঠা ৫১: টিউলিপ। (উপরের অর্ধাংশে, বাঁয়ে)
গ্লাডিওলাস আর গ্লাডিওলাস। (উপরের অর্ধাংশে, ডানদিকে আর নিচের অর্ধাংশে)

পৃষ্ঠা ৫২-৫৩: পপি।

পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫: গোলাপ আর গোলাপ-বাগিচা।

পৃষ্ঠা ৫৬: রকমারি গোলাপ। 'মস্কোর প্রভাত'—নতুন গোলাপ। (নিচের অর্ধাংশে, ডাইনে)

পৃষ্ঠা ৫৭: বাগিচার একটি ফটকে লতান গোলাপ। (উপরের অর্ধাংশে, বাঁয়ে)

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

ভিক্তর দাত্স্কেভিচ

সবুজ দ্বীপে প্রাণের মেলা
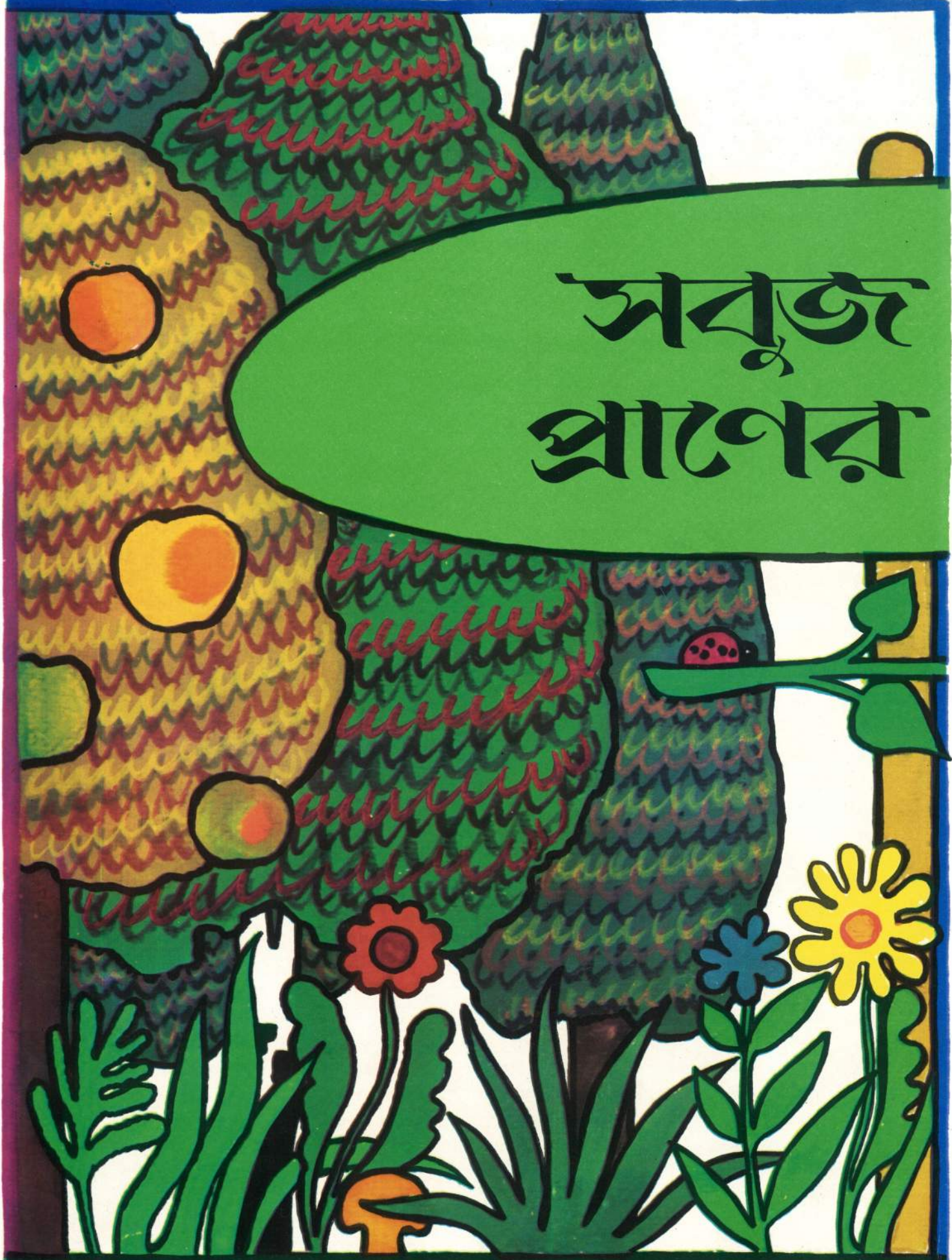
রঙীন ফটো লেখকের

ছবি এ'কেছেন ভ্লাদিমির লেভিন্‌সন

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

ভাদিকের বয়স ছয়, থাকে সোভিয়েত দেশের রাজধানী মস্কো শহরে। ছেলেটি বড় অস্থির স্বভাবের, মুখে কথার খৈ ফোটে, সবকিছুই তার জানা চাই। বাবা বা মা'র সঙ্গে শহরময় বা গাঁয়ের মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ানো তার দারুণ পছন্দ। বেড়ানো তার কাছে দুনিয়ার সবকিছুর বাড়া, এমন কি সেরা আইসক্রিমের চেয়েও। এইসঙ্গে আছে অজস্র অসংখ্য প্রশ্ন। বাবা তামাশা করেন তাতে নাকি বাসগুলিরও মেজাজ বিগড়ায়।
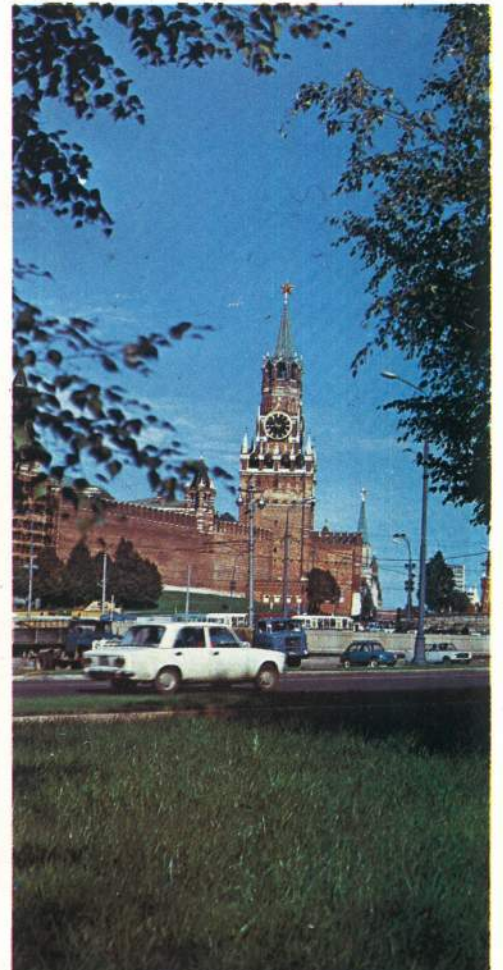
একদিন ভাদিকের বাবা কাজ থেকে ফিরে হাঁক ছাড়লেন:

'ভাদিক, কাল আমার ছুটি, তুমি আর আমি যাচ্ছি বোটানিকাল গার্ডেনে। একটু ঘুরেফিরে দেখব। চমৎকার অনেক কিছু নাকি আছে — বড় বড় সব গাছ, রঙবেরঙের ফুল, ঝোপঝাড়, রকমারি পাখি — ময়ূর, রাজহাঁস, মরাল, পাতিহাঁস...'

'আর কাঠবিড়ালী?' নিবন্ত আশা নিয়ে ভাদিক জিজ্ঞেস করল। জলজ্যান্ত একটা কাঠবিড়ালী দেখা তার অনেক দিনের সখ।

'তা তো বটেই, আর মজার ব্যাপার কী, ওই কাঠবিড়ালীরা যেন পোষা। এই দেখো...' বাবা পিটপিটে চোখে তার কোটের ঢাউস পকেটটির দিকে ইশারা করলেন। ভাদিক উঁকি মেরে দেখল পকেট গোটা গোটা বাদামে বোঝাই। কাঠবিড়ালীরা বাদামপাগল।
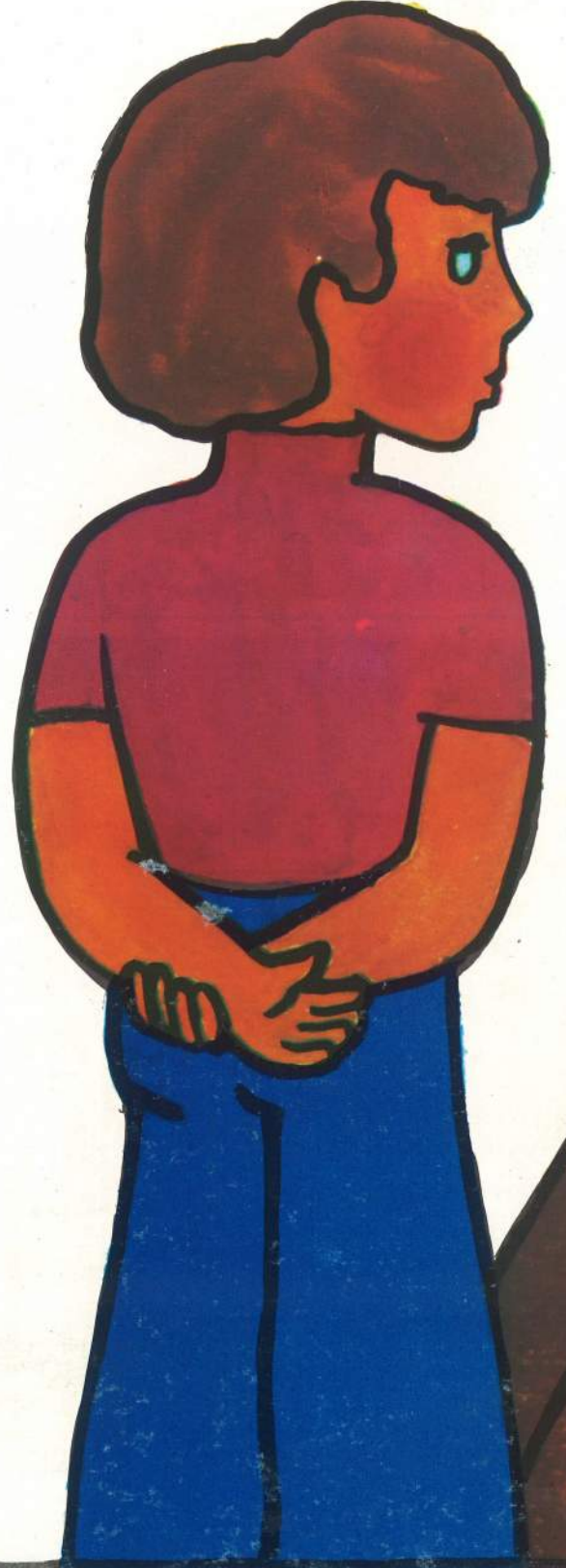
মস্কোয় একটি চমৎকার অভয়ারণ্য আছে। চারদিক থেকে উ'চু উ'চু দালানকোঠায় ঘেরা বিশাল কেন্দ্রীয় বোটানিকাল গার্ডেনটি যেন এক গহন সবুজ দ্বীপ। মাঝারি আকারের একটি শহর বসানো যায় ওখানে। সারা দুনিয়া থেকে এসেছে রাজ্যের যত গাছগাছড়া। দক্ষিণের উষ্ণ এলাকার সাইপ্রেস, পাম গাছগুলি আঁকড়ে ধরে আছে সুদূর উত্তুরে লাইকেন আর মস। মস্কোর ফার গাছের সঙ্গে দিব্যি গলাগলি করে বাড়ছে দক্ষিণ আমেরিকার পাইন। লন, কেয়ারি আর মাঠগুলিতে ফুলের রামধনু জ্বল জ্বল করে বসন্ত থেকে শরৎ অবধি। তাছাড়া আছে এমন সব গাছপালাও যেগুলি প্রকৃতির দান নয়, বিজ্ঞানীদের সৃষ্টি।
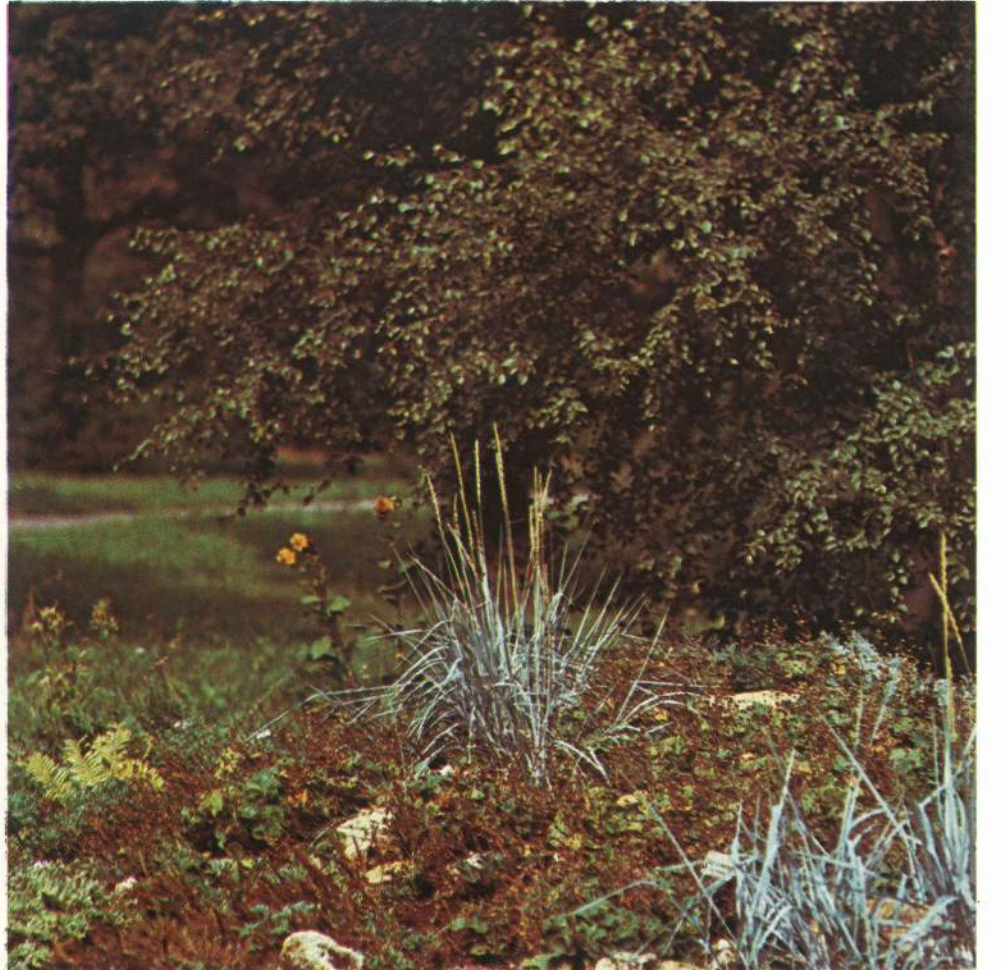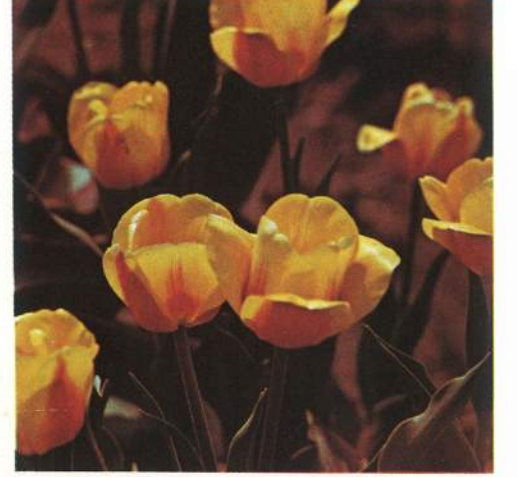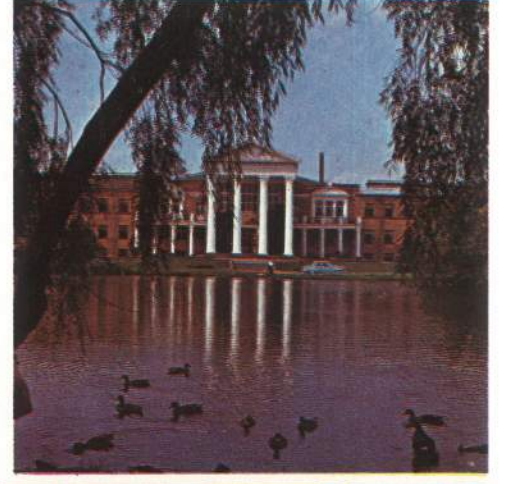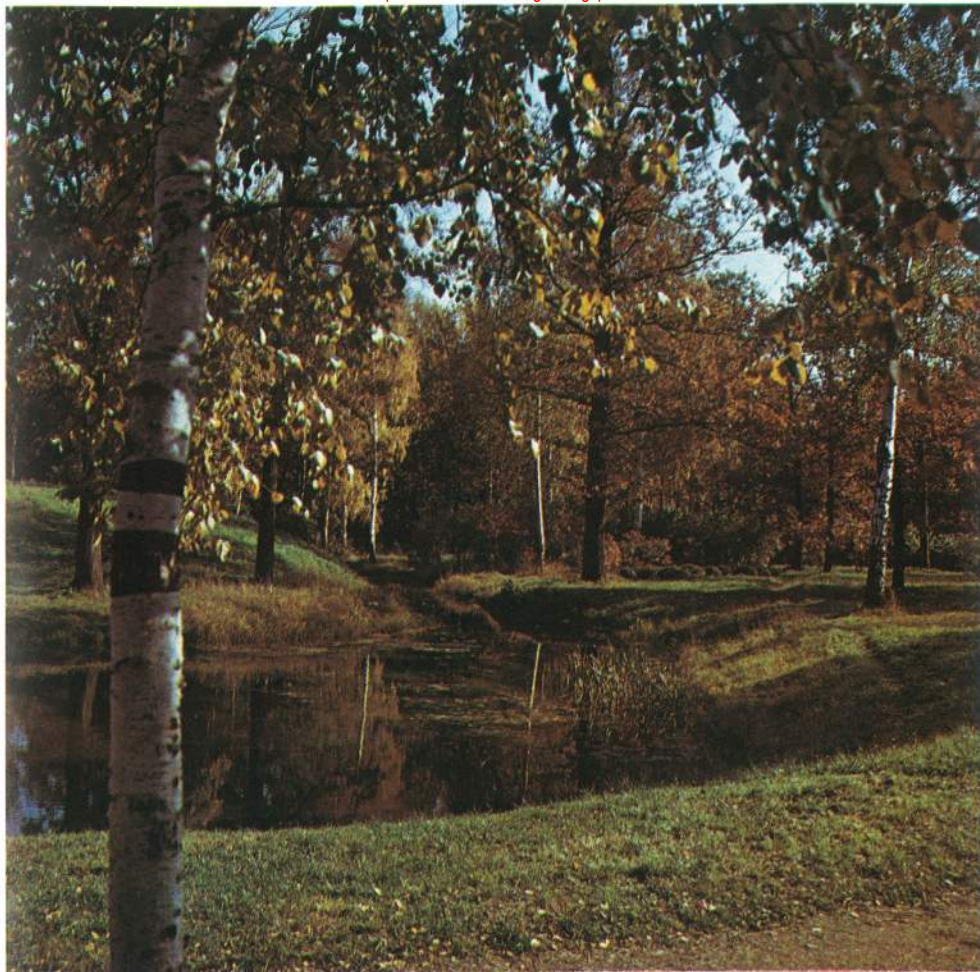
বাগান তো নয় যেন তেপান্তর, আর সাজসজ্জা তো রূপকথার মালঞ্চের বাড়া। একদিনে দেখে কি শেষ করা যায়! দর্শকদের সুবিধার জন্যে তাই অভয়ারণ্যের বনপথে চলে ক্ষুদে ট্রেন। একবার ট্রেনে চাপলেই হল, দেখবে চলচ্চিত্রের পর্দায় ছবির মতো ছুটে চলেছে প্রকৃতির অনুপম দৃশ্যপট: ওক আর বার্চ কুঞ্জ, শাপলা-ভরা পুকুর, ফুলের বিশাল কেয়ারি, সাইবেরিয়ার ফার গাছ, রুপোলী ফার আর লার্চ বন, ফলবাগিচা, সবজিখেত, জাম-বাগান, আর সবকিছু ঘিরে আছে পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে খুঁজে আনা হাজার হাজার প্রজাতির নানা জাতের গাছপালার গহন অরণ্য।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.
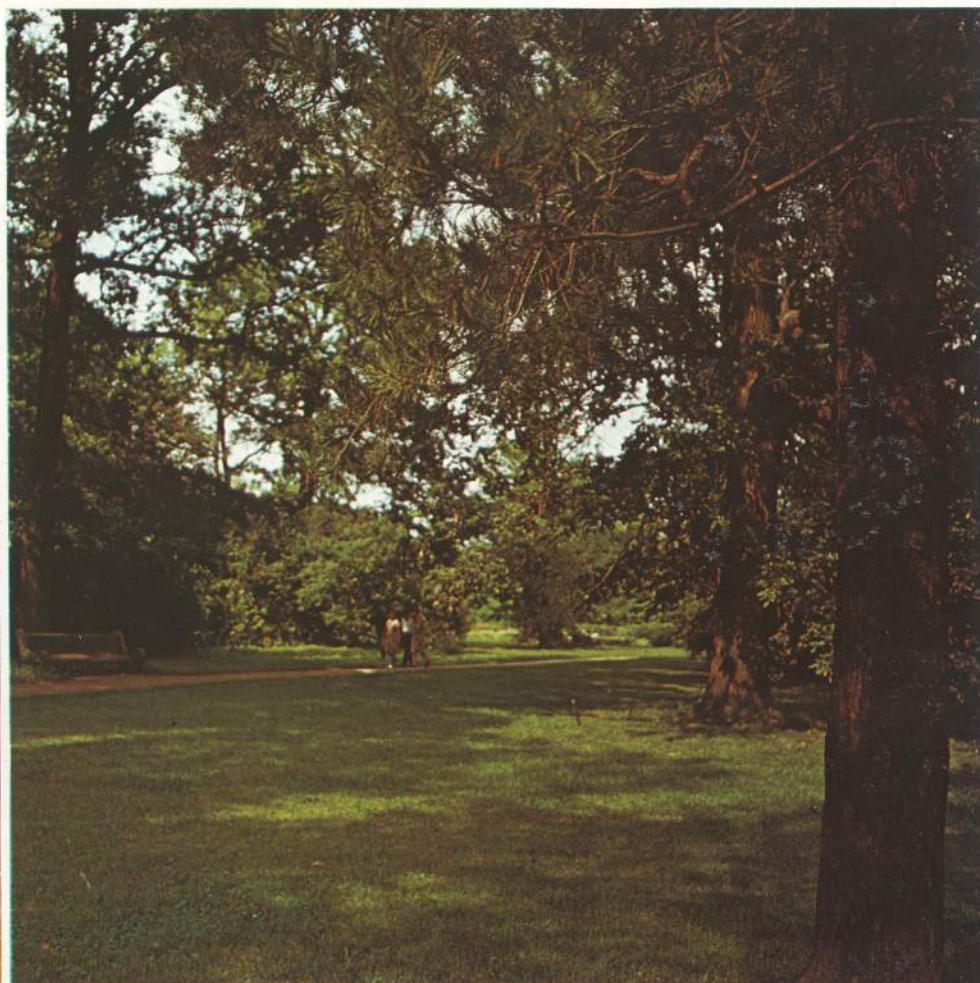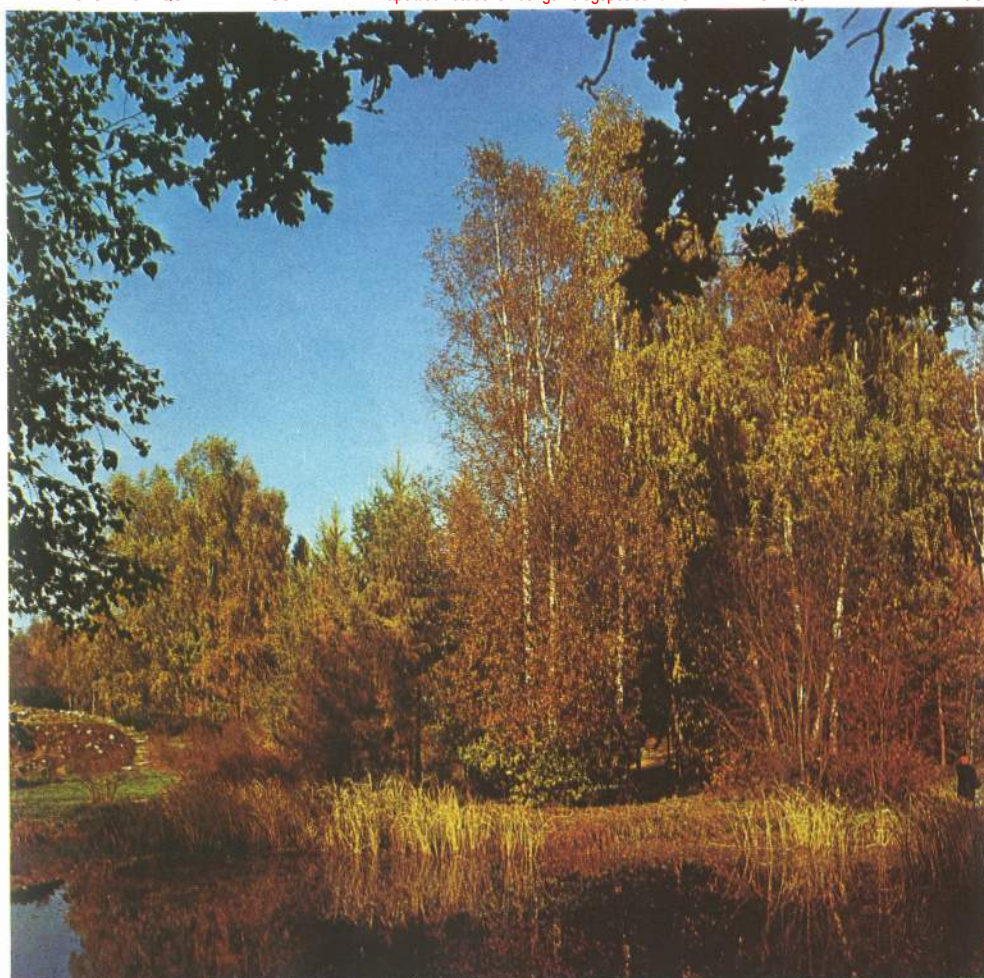
বাবার ছুটির দিনটি মনে হয়েছিল ভালোই কাটবে। ভোর থেকেই সূর্য দারুণ দাপটে দেখা দিয়েছিল, মেঘের চিহ্নটুকুও ছিল না কোথাও। উজ্জ্বল, উষ্ণ একটি গ্রীষ্মদিন। তড়িঘড়ি প্রাতরাশ গিলে আর মায়ের মধুর বকুনি শুনে শুনে ভাদিক আর তার বাবা ছুটল কাছের পাতালরেল স্টেশনে। চল্লিশ মিনিটেই তারা পোঁছে গেল বোটানিকাল গার্ডেনের ফটকে।

কাছেই দাঁড়ানো ছিল ক্ষুদে ট্রেনটি। ড্রাইভার গাড়িটি ছাড়ার মুখে নতুন যাত্রী দেখে মাথা নেড়ে ইশারা করল: একটু পা-চালিয়ে ভাই। ওরা ওঠামাত্রই ট্রেন ছাড়ল, মোড়ে মোড়ে খোশমেজাজে হর্ণ বাজিয়ে ছুটে চলল।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.
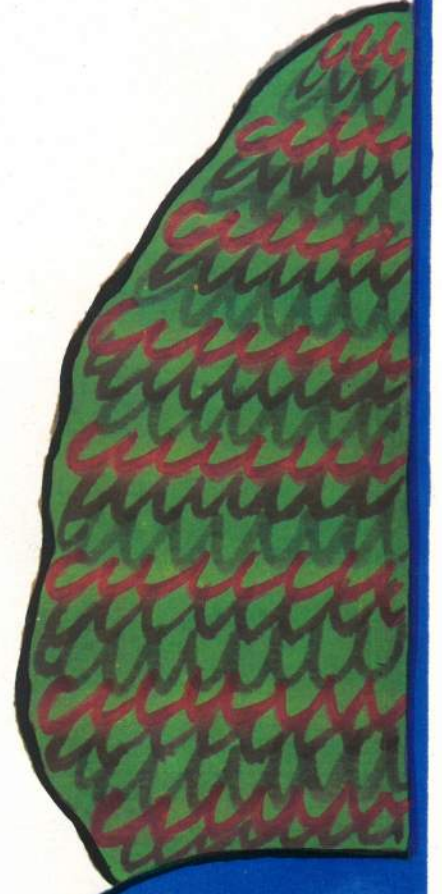
পথগুলির দু'পাশে উঁচু গাছপালার নিবিড় বেড়।
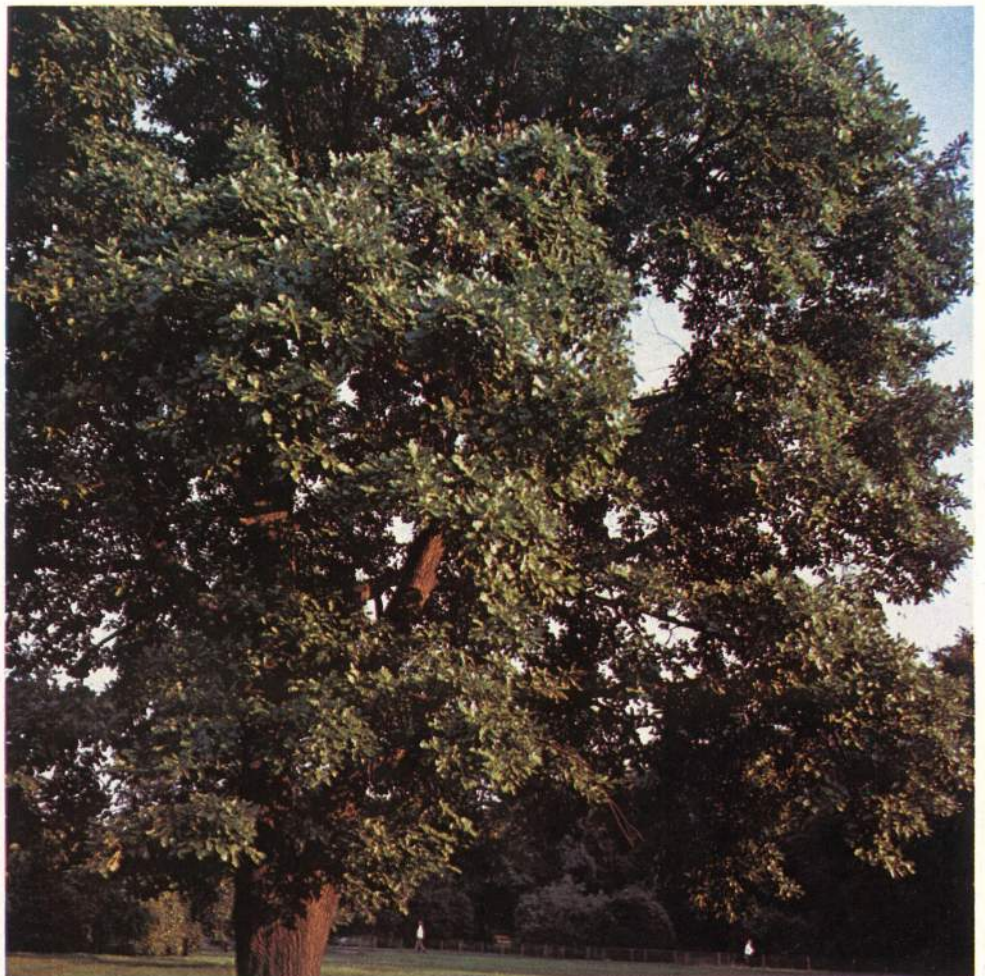
'এ তো সত্যিকারের বনই দেখছি!' অবাক হয়ে ভাদিক প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

'প্রায় তাই। এখানে আছে বুনোজাম আর ব্যাঙের ছাতা। বনের ফাঁকা জায়গাগুলিতে বসন্তে ফোটে লিলি অব দি ভ্যালি। দারুণ ব্যাপার। ওই ওক গাছগুলি দেখো। মস্কোর আশেপাশে টিকে-থাকা সামান্য ক'টি ওককুঞ্জের একটা আছে এখানে। ওটি শ' বছরের বেশি পুরনো, আর বড় বড় গাছগুলির কোন কোনটি দু'শ' বছর বয়সী। দেখো কি প্রবল সুন্দর।'

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

'ওই যে বার্চকুঞ্জ, ওটাও কি তেমন কিছু?'

'অবশ্যই। এখানে বহু জাতের বার্চ গাছ আছে। দেখলে মনে হয় সবগুলি বুঝি-বা একই। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলেই পার্থক্যটা ধরা পড়ে যায়।'

'ওগুলি বেশ কিছুটা আলাদা,' ভাদিক মেনে নিল। 'ওগুলির গায়ের রঙ হালকা, পরেরগুলি গাঢ় রঙের, প্রায় বাদামীই বলা যায়।'
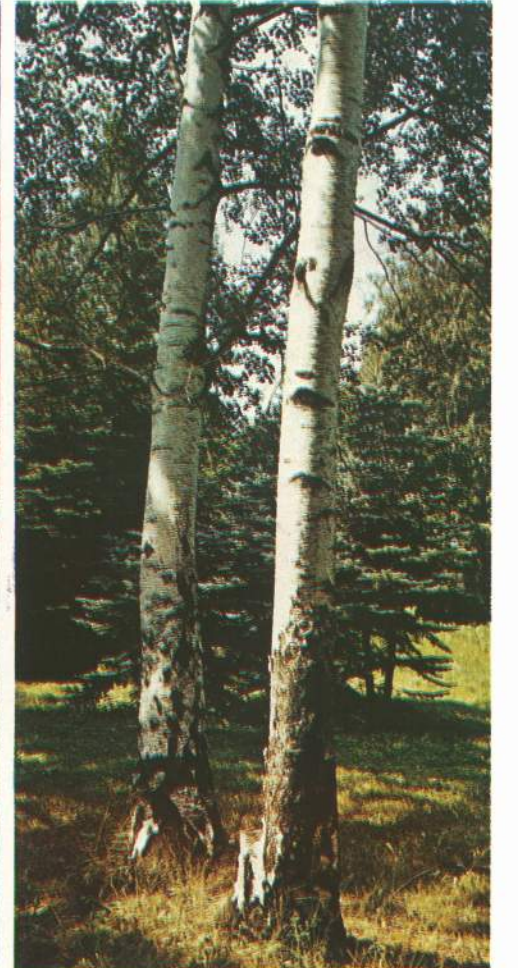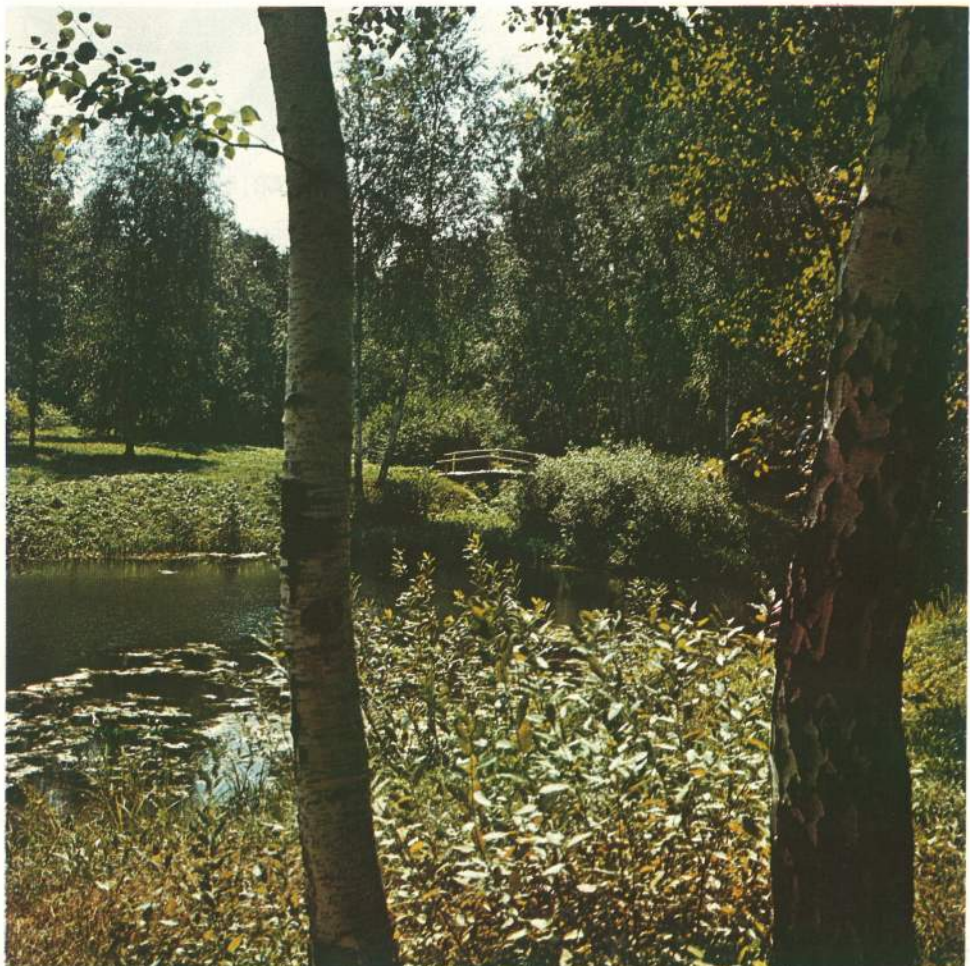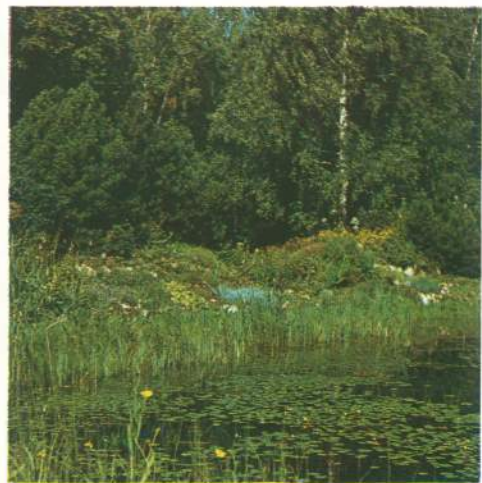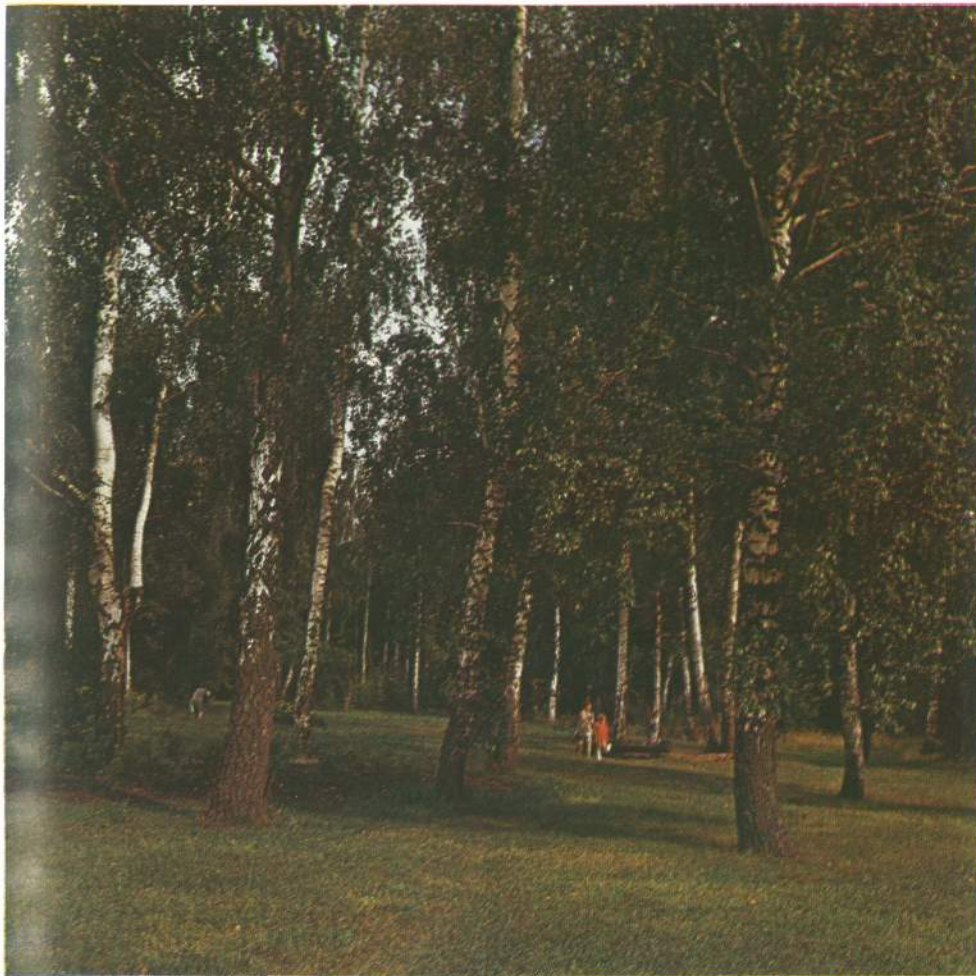
ট্রেনটি থামল। হঠাৎ বন থেকে ভেসে এলো এক তীক্ষ্ন আর্ত চিৎকার।

'কাঠবিড়ালীর ডাক?' ভাদিক ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'না রে, ময়ূর ডাকছে। চলো, দেখেই আসি।'

তারা ট্রেন থেকে নেমে গাছগাছালি পেরিয়ে মুক্তাঙ্গন পক্ষিশালার দিকে এগোল। অদ্ভুত ধরনের এক চিৎকার তাদের স্বাগত জানাল। খাঁচায় এক পাল ময়ূর।

'এই চমৎকার পাখিগুলি ভারত থেকে আনা,' ভাদিকের বাবা বললেন।

ভাদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঝলমলে ময়ূর আর ওদের সাদামাটা ছাইরঙের সঙ্গীদের দেখল।

'বাপি, ওগুলি এমন করে কাঁদে কেন?' কিন্তু বিব্রত বাবার জবাব শোনার আগেই নিজেই উত্তরটা খুঁজে পেল। 'হয়ত দেশের জন্য মন কেমন করছে, তাই না?'

'হবে হয়ত। তবে মনে রেখো দেশের মাটিতেও ওরা এমনিই গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, বিশেষত যখন সাপ ধরে। ময়ূর সাপকে ভয় পায় না, প্রায়ই ওতেই ভুরিভোজ সারে।'

ময়ূর দেখার পর তারা বাগানের মাঝখানটায় পৌঁছল। পিচঢালা পথের মোড় ঘুরতেই চোখে পড়ল একসার পুকুর, সাঁতার কাটছে পাতিহাঁস, রাজহাঁস আর রাশভারি মনোহারী মরালের দল।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.
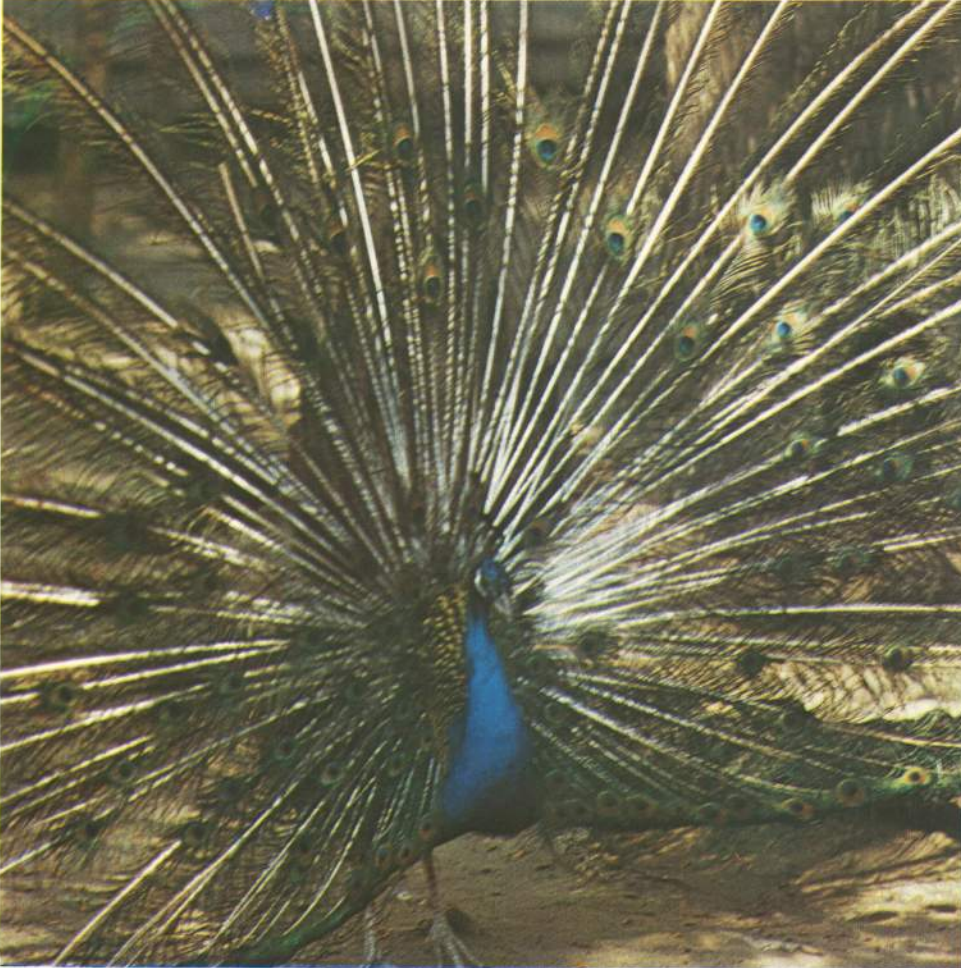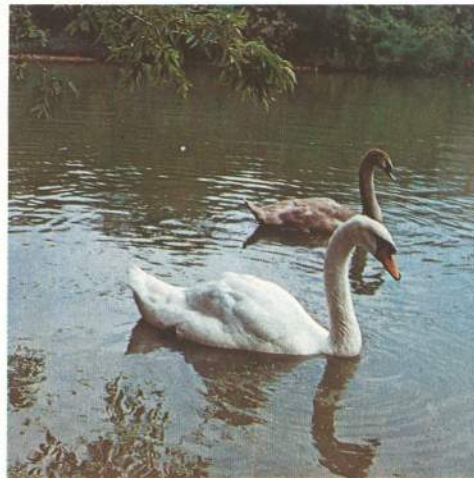
অস্থির উত্তেজনায় ভাদিক ছুটে গেল। কাজে লাগতে পারে এমনটি ভেবে লুকিয়ে আনা রুটির কুচি জলে ছুঁড়তে লাগল। ওখান থেকে তাকে সরানো কঠিন হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাবা ভাদিককে ট্রেনে তুললেন। আবার যাত্রাশুরু।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.
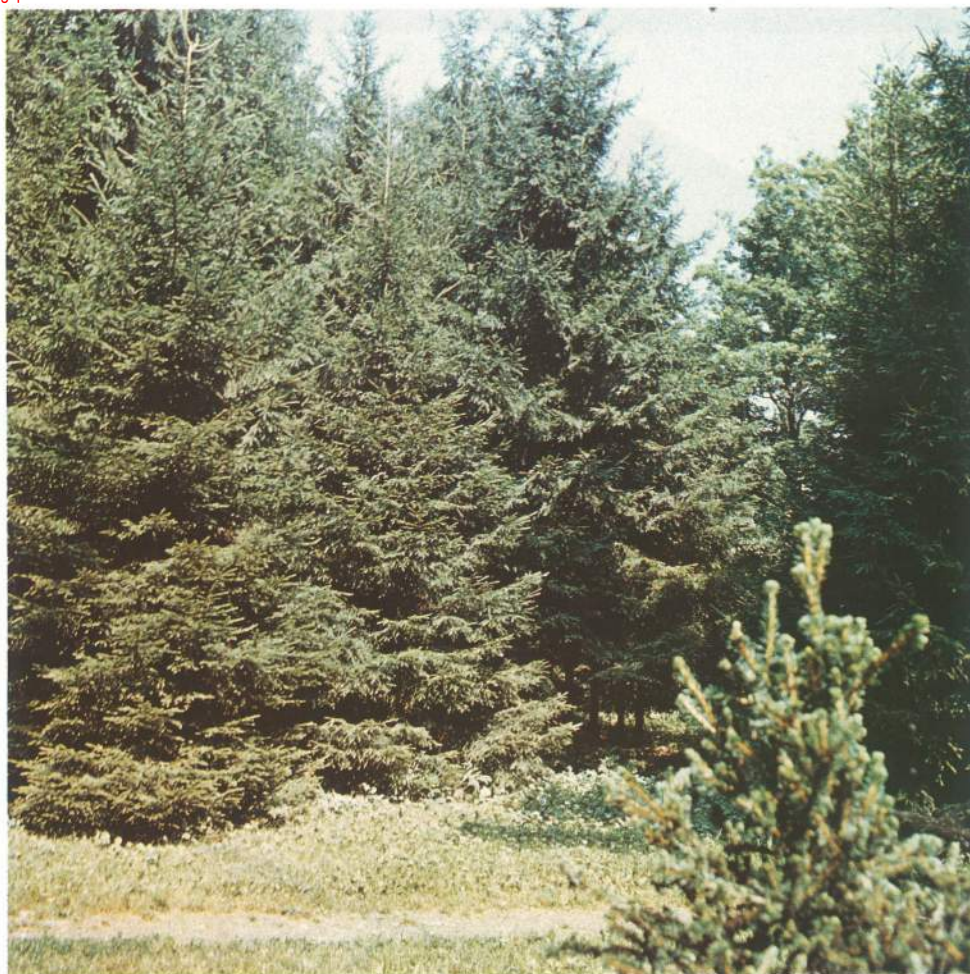
ট্রেন চলল বাগানের বৃক্ষাঞ্চল দিয়ে।

নানা দেশ থেকে আসা ফার, লার্চ, ম্যাপল, চেস্টনাট সহ হরেক রকমের গাছপালা রোদপড়া বড় বড় ফাঁকা চত্বরগুলিতে ছবির মতো থরে-বিথরে সাজানো। উত্তর আমেরিকা থেকে আনা বকফুলের আত্মীয় রবিনিয়াকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। উজ্জ্বল সবুজের মাঝখানে মাখন রঙের সাদাটে ফুলে ভরা গাছগুলির কী অপরূপ শোভা।

'এসব গাছ কি কোন কাজে লাগে?' ভাদিকের প্রশ্ন।

'খুবই কাজের বৈকি। কোনটি লাগে ওষুধ, কাগজ বা দামী জিনিসপত্র বানাতে, অন্যগুলি দিয়ে সাজানো হয় বাগবাগিচা। তাছাড়া বিজ্ঞানীরা তো হামেশাই গাছপালার নতুন নতুন উপযোগী গুণ আবিষ্কার করে চলেছেন।'
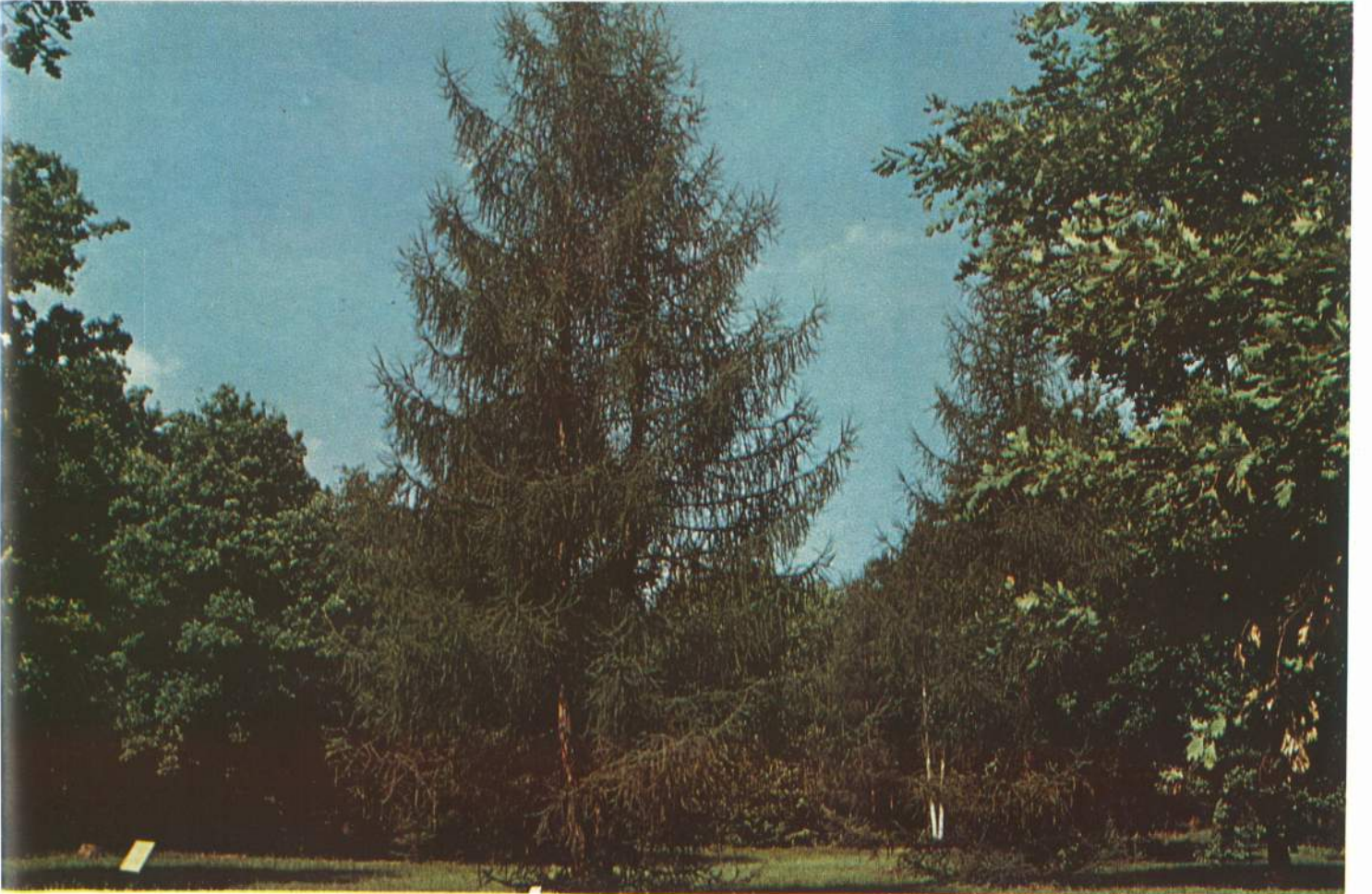
ভাদিক কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাল। হঠাৎ চোখে পড়ল অতিচেনা একটি ঠেলাগাড়ি, তাতে লোভনীয় মার্কা মারা। ছুটে গেল সে ট্রেনের দরজায় আর তখনই ট্রেনটি থামল। ভাদিক লাফিয়ে নেমে দৌড়ল। হতভম্ব বাবা এগুলেন পিছু পিছু। ছেলের দিকে বারেক তাকিয়ে তার চোখের নিঃশব্দ আবেদনটি পড়তে পারলেন। মুহূর্তে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেল।

'বলতে চাও শরীরটা একটু চাগানো দরকার, তাই হোক। আইসক্রিমেই তা দিব্যি হাসিল হবে।'

আইসক্রিম কিনে ভাদিকরা মেঠোপথে হাঁটতে লাগল।

তারা অফুরানো ফুলের বাগান পেরিয়ে চলল। ওখানে ঝোপঝাড় আর চিরজীবী ঘাসের সঙ্গে ছড়ানো নানা জাতের ফুল। বসন্তের শুরু থেকে শরৎ পর্যন্ত কোন-না-কোন ফুল ফুটে বাগানের এই কোণে রঙের ঝলমলে আঁচল বিছিয়ে রাখে।

কিন্তু ভাদিকের মন কেড়ে নিল মানুষের মাথা-সমান উঁচু, ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকা রাক্ষুসে এক বনশুলফা। বড় বড় পাতা আর ছাতার মতো ছড়ানো মঞ্জরীর নিচে ঝড়বৃষ্টিতে ভাদিকরা দিব্যি দাঁড়াতে পারে। গাছটি কিন্তু ছোঁয়া নিষেধ, গায়ে ওর বিছুটির কাঁটা।

‘কাঠবিড়ালীরা কোথায়? এতক্ষণ একটিও দেখছি না যে? ওরা বাগান ছেড়ে কোথাও পালিয়েছে? কাঠবিড়ালী দেখব না?’ মনে হল ভাদিক ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছে।

‘সে কী কথা, অবশ্যই দেখব!’

দুষ্টু কাঠবিড়ালীদের নিয়ে আলাপ আর ওদের খুঁজতে খুঁজতে ভাদিকরা হঠাৎ ফসলী গাছপালার একটি প্রদর্শনীতে এসে পৌঁছল। এখানেও দেখার মতো অনেক কিছু। ভাদিকের চোখ পড়ল একটি মেক্সিকান টম্যাটো গাছে, ফলগুলি মটরশুঁটির চেয়ে বড় নয়। সে জানতে পারল কীভাবে কৃত্রিম নির্বাচনের সাহায্যে বহুদিনের চেষ্টায় মানুষ ধীরে ধীরে এগুলি থেকে আজকের রসাল বড় বড় ফলের টম্যাটো জন্মিয়েছে।

ভাদিক এই প্রথম একটি বুনো বাঁধাকপিও দেখল। এ হল আজকের, হরেক রকম বাঁধাকপির আদিপুরুষ। মা তাকে প্রায় রোজই যে-বাঁধাকপি খেতে দেন তার এত রকমফের দেখে সে অবাকই হল। নানাজাতের এইসব কপির দিকে তাকিয়ে এগুলি কী ধরনের গাছ তা অনুমান করার জো নেই। আঁটা লেবেল দেখেই কেবল বলা যেতে পারে ওই অদ্ভুত ধরনের সবুজ পিণ্ড বা থলথলে স্পঞ্জের মতো অচেনা জিনিসটি আসলে বাঁধাকপির রকমফের, একই গোষ্ঠীর শরিক।
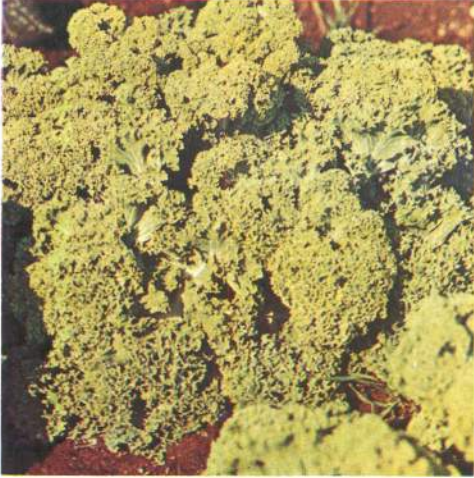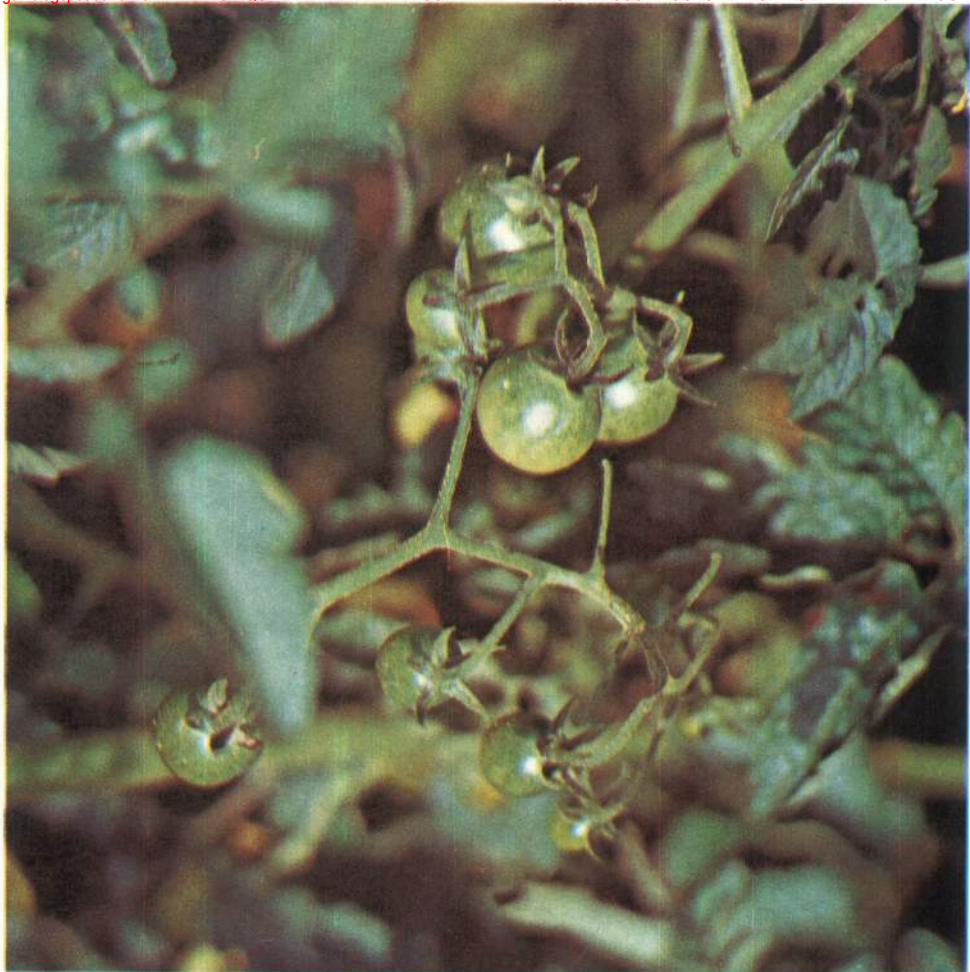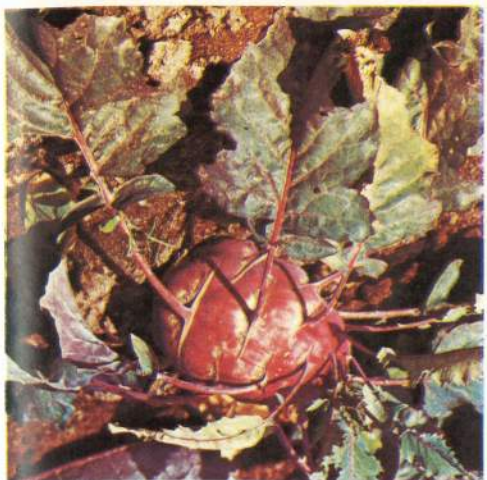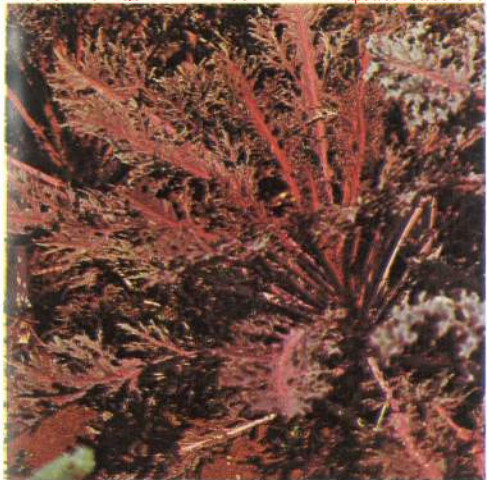
'বাপি, ওই অদ্ভুত গাছটির নাম কি? মাথায় ওর এমন ঘের কেন?'

'ওটা আপেল গাছ। এখানকার বাগানটি বিজ্ঞানীদের একধরনের ল্যাব। যাতে গাছগুলিতে সবচেয়ে বেশি ফল ধরে, ভালোভাবে বাড়ে আর অনেকদিন বাঁচে, ফলগুলি যাতে সহজে মেশিনে তোলা যায় সেজন্যে ডালগুলি সিজিল করার সেরা পথটি তাঁরা খুঁজছেন... ওই দেখ একটি গাছ কেমন যেন এক বাদ্যযন্ত্র, অনেকটা বাণীর মতো দেখতে।'

'এবার হটহাউসে চল। ওখানকার চমৎকার সব বিদেশী গাছপালাগুলি দেখা যাক।'

হটহাউসের ভেতরটা ভেপসা গরম আর বেজায় গুমট। কাঁচের বেড়া আর ছাদের মধ্যকার বাতাস গরম করা হয়েছে, জমেছে জলের ভাপ। সুশ্রী একটি মেয়ে গরম দেশের গাছপালা সম্পর্কে বলছিল। উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ুর এই গাছগুলি নাকি খুবই নাজুক আর নরম, বাঁচে কেবল হটহাউসে।

একটি নারকেল গাছ, কাঁচের ছাদ ছুঁই ছুঁই করছে। ভাদিক ঘাড় তুলে তাকাল।

'গাছটি পুরুষদের,' সে তারিফ করে বলল। 'কেবল পুরুষরাই এমন গাছে উঠে নারকেল পাড়তে পারে। টিভিতে দেখেছি।'
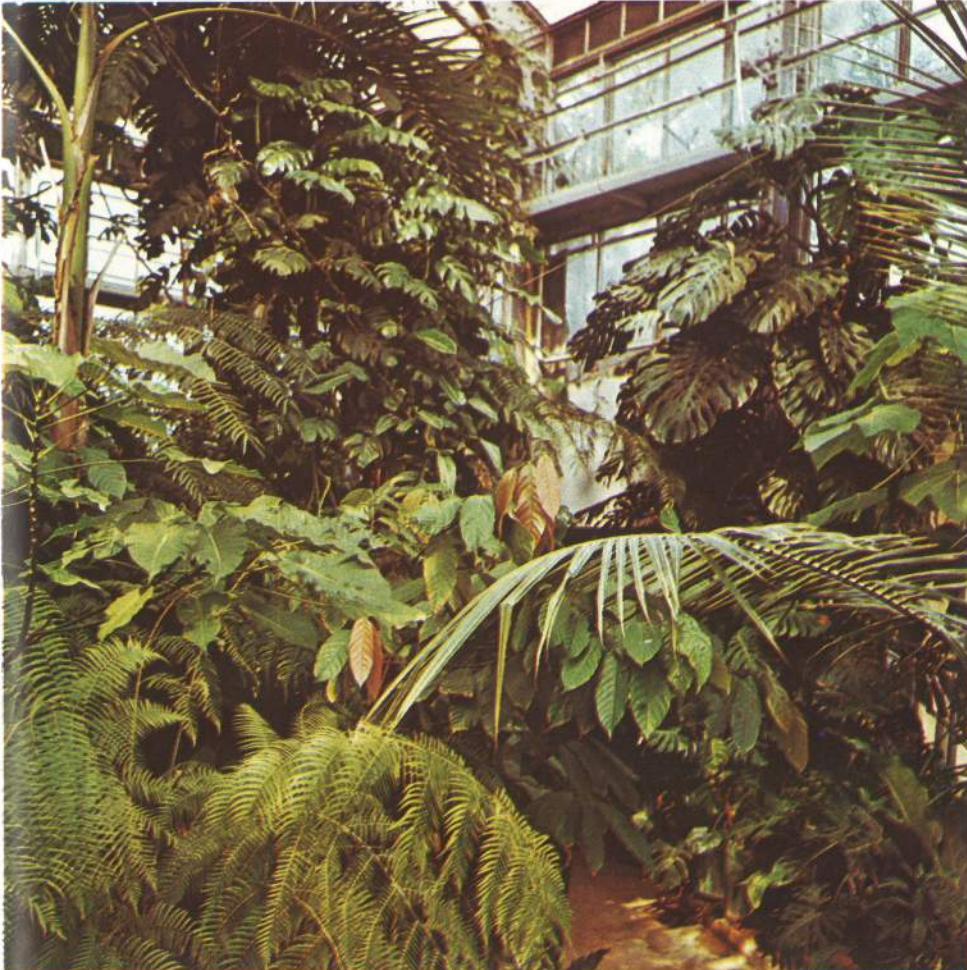
'কলা' কথাটা ভাদিকের কানে এলো। ফিরে দেখল বেশ বড়সড় একটি গাছ। শুনে অবাক হল যে আদা-হলুদের আত্মীয় ওই গাছের মোটাসোটা শরীরটা আসলে পাতার চ্যাপ্টা গোড়াগুলিতে ঠাসা আর তাতে ধরে সারা জীবনে শুধু একবার কলার একটি ভারি ছড়া।

কলার পাশেই ছিল আরেকটি বিস্ময়: কোকো গাছ, ওতে ফুল, ফল গজায় গাছের গুঁড়ি থেকে।

'দারুণ!' বিস্মিত ভাদিক বলল।

তারপর দেখা গেল ঘরগেরস্থালির নিত্যসঙ্গী যে-ডুমুর তাতেও ফুল ধরে ওই কোকোর মতোই।

কিন্তু এসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার সময় আর ভাদিক পেল না। মেয়েটি ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য গাছপালার কথা বলতে লাগল: ডালিম, ক্যাকটাস, অ্যারোকেরিয়া, ইউক্যালিপ্টাস। জানা গেল এই ছোট ছোট বামন গাছগুলি শ'বছর বয়সী, বাড়ে খুব ধীরে, বাঁচে কয়েক যুগ।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.
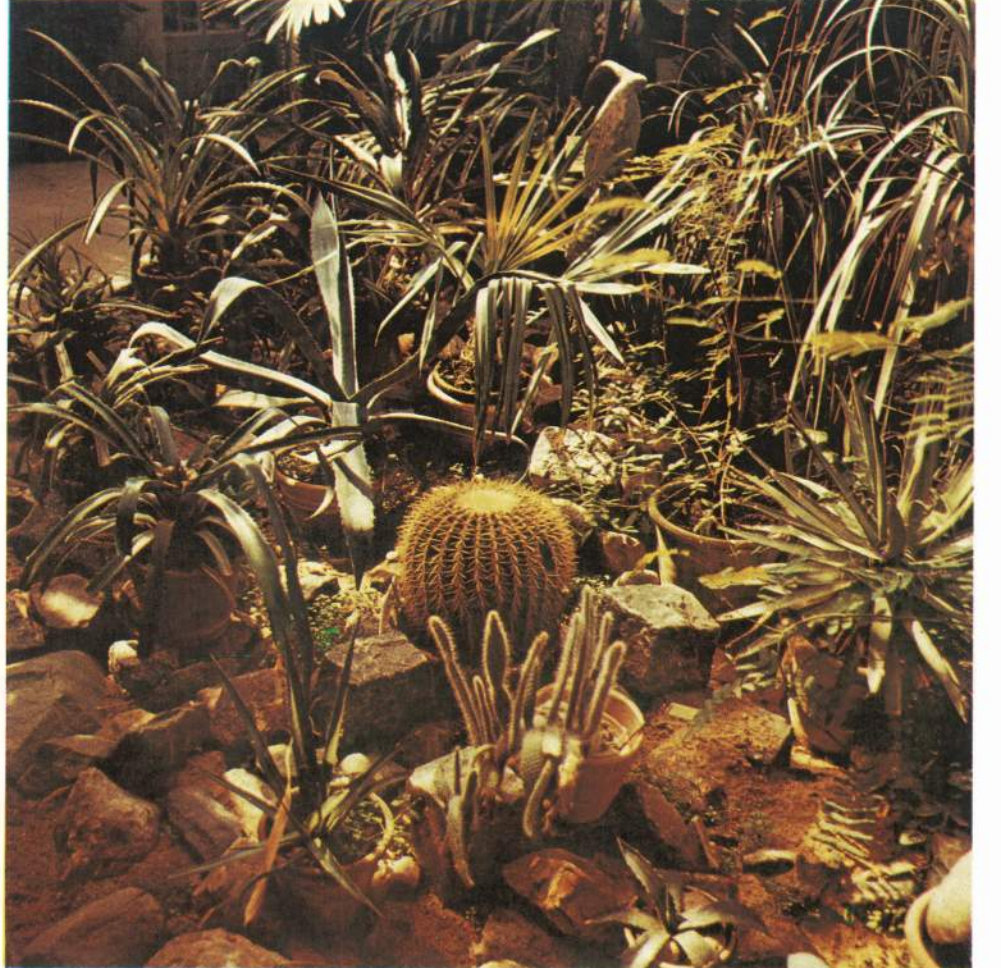
পরের ঘরটি ছিল অর্কিডের। এই রূপসী ফুলগুলির আকার ও আকৃতি বড় অদ্ভুত। দেখানোর জন্য রাখা ছিল চার শ'র বেশি নমুনা। উষ্ণমণ্ডলের বাসিন্দা হলেও মস্কোর গ্রীনহাউসে ওরা দিব্যি খাপ খাইয়ে নিয়েছে। সারা বছরই ফুল ফোটে, বিশেষত শীতের নিরাবরণ নিসর্গে অপরূপ দেখায়।

ভাদিক ফুলগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কেকের গন্ধভরা এই ফুলগুলির অনুপম লাবণ্যকে প্রাকৃত মনে হয় না। চুপি চুপি সে একটি পাপড়ি স্পর্শ করল। টবে উঁকি দিয়ে মাটির ছিটেফোঁটাও দেখতে পেল না। অর্কিড কাঠকয়লা, লাকড়ি আর ফার্নের মরা শিকড়ের উপর জন্মায়।

একটি ছোট হটহাউসের সাজান পুকুরের মাঝখানে ভাদিক জীবনে এই প্রথম একটি শিকারী গাছ দেখল। ডাল থেকে ঝুলছিল সুচারু সরু শিংয়ের মতো 'থলেগুলি'। কোন কৌতূহলী পোকা ভেতরে উঁকি দিয়েছে কি ফেঁসে গেল। থলে তো নয় মরণফাঁদ। থলের ভেতরের গায়ের আঠার আস্তরে বেচারা পোকাটি সেঁটে থাকবে। তারপর থলের মুখের ডালাটি বন্ধ হয়ে যাবে, পতঙ্গভুক গাছ পোকাটিকে ধীরেসুস্থে দিব্যি হজম করে ফেলবে।

পুকুরের কিনারে আছে ছুঁয়ো-না ছুঁযো-না মোরে লজ্জাবতী লতা। অদ্ভুত আরেকটি গাছ। ছুঁয়েছো কি পাতা বুজে নেতিয়ে পড়ল। লজ্জাবতী বৈকী।

ভাদিক লজ্জাবতীর পেছনে লেগে থাকল। সরু সরু পাতাগুলি ছুঁলেই যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। দেখে দেখে সাধ মেটে না।
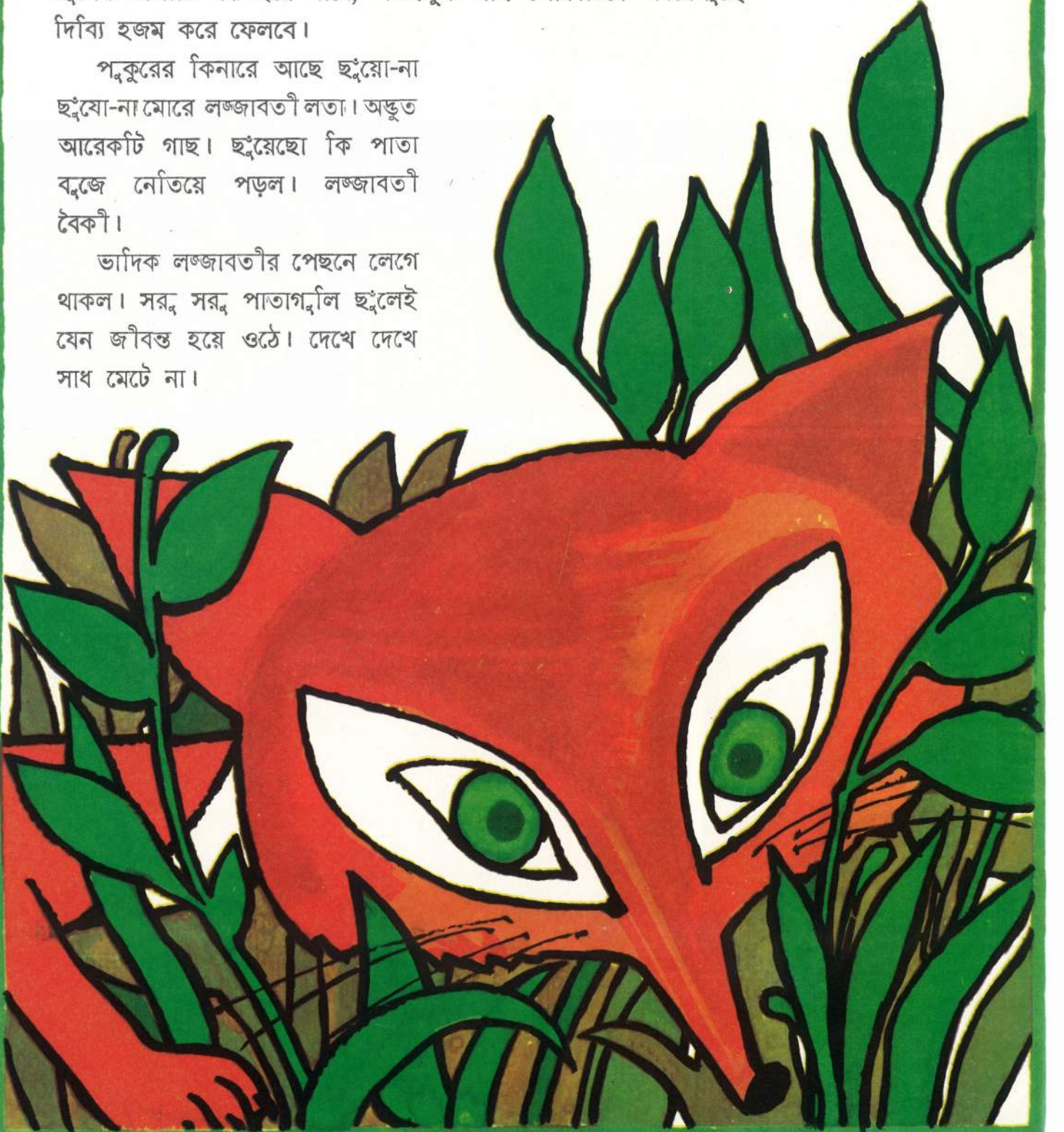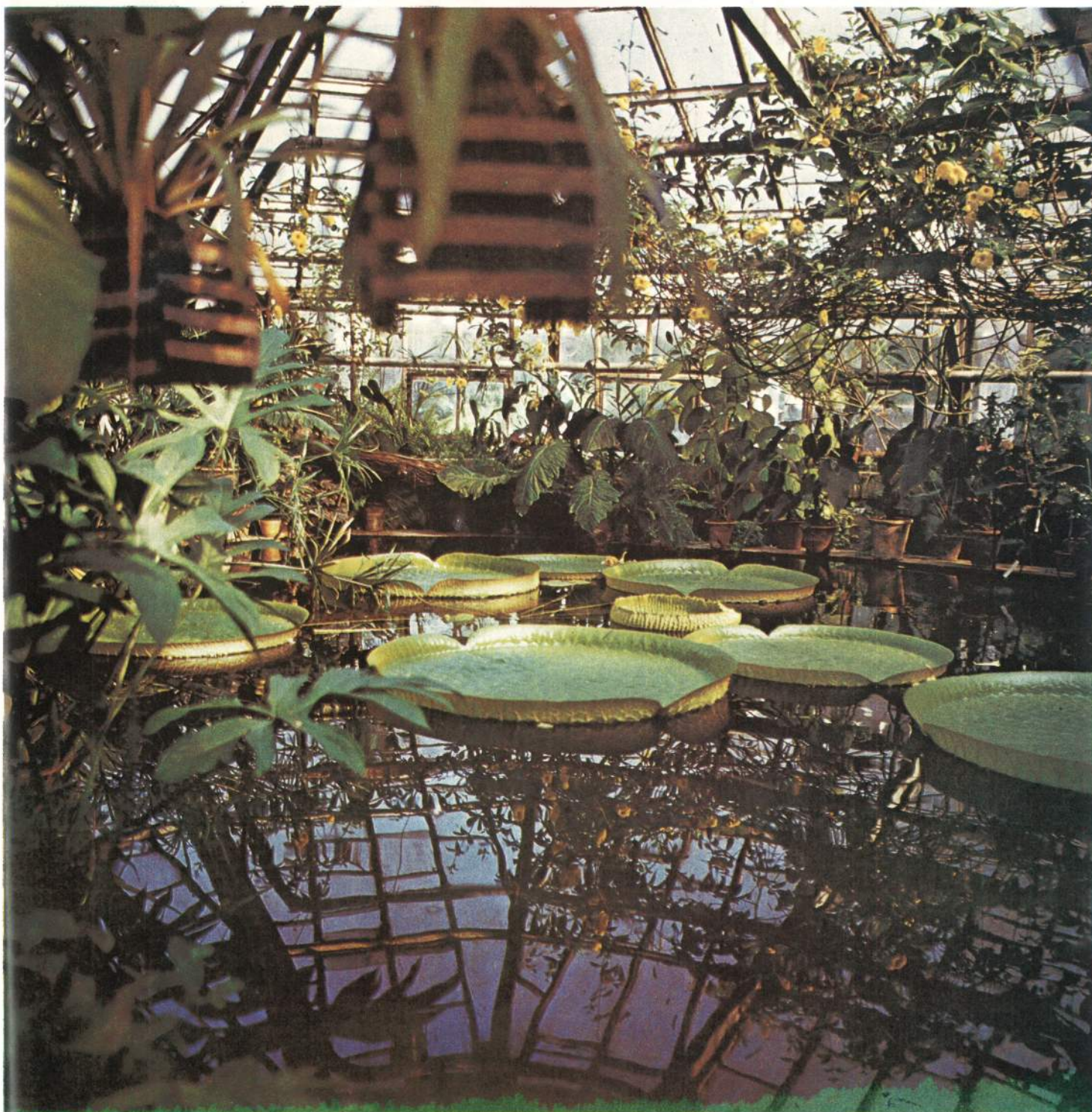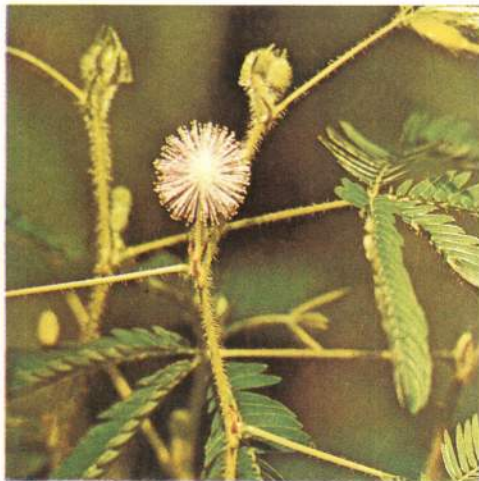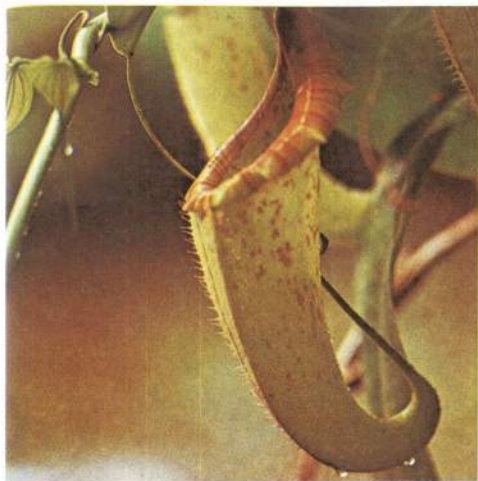
ইতিমধ্যে গাইড আরেকটি ঘরে চলে গেছে। ভাদিক সেখানে ছুটল। মেয়েটি তখন ভিক্টোরিয়া ক্রুজিয়ানার কথা বলছে।

সারা পুকুরে ভাসছে ওই 'শাপলার' পাতা। পাতা তো নয় যেন বড় বড় থালা, ৭০ কেজি ওজন নিয়েও দিব্যি ভেসে থাকে। ফুলগুলিও অপরূপ, কখনও ৪০ সেণ্টিমিটার পর্যন্ত চওড়া, এক মাসের মধ্যে তুষারধবল থেকে গোলাপী-লালে রঙ বদলায়।

অবাক ভাদিক রুদ্ধশ্বাসে এই মহাপদ্মের বিশাল পাতাগুলি দেখছিল।

'কী অদ্ভুত পাতা!' উৎফুল্ল ছেলেটি ফিসফিসিয়ে বলল। 'দেখতে ছোটখাটো ভেলার মতো। তুমি তাতে ভাসতে পার। কিন্তু আমাদের দু'জনের ঠাঁই হবে কি?'

বাবা মুচকি হাসলেন।

'ভয় হচ্ছে তা হবার নয়। তবে তুমি নিজে চাপতে পার।'

ভাদিকরা হটহাউস থেকে বেরুল। দারুণ খুশি।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.
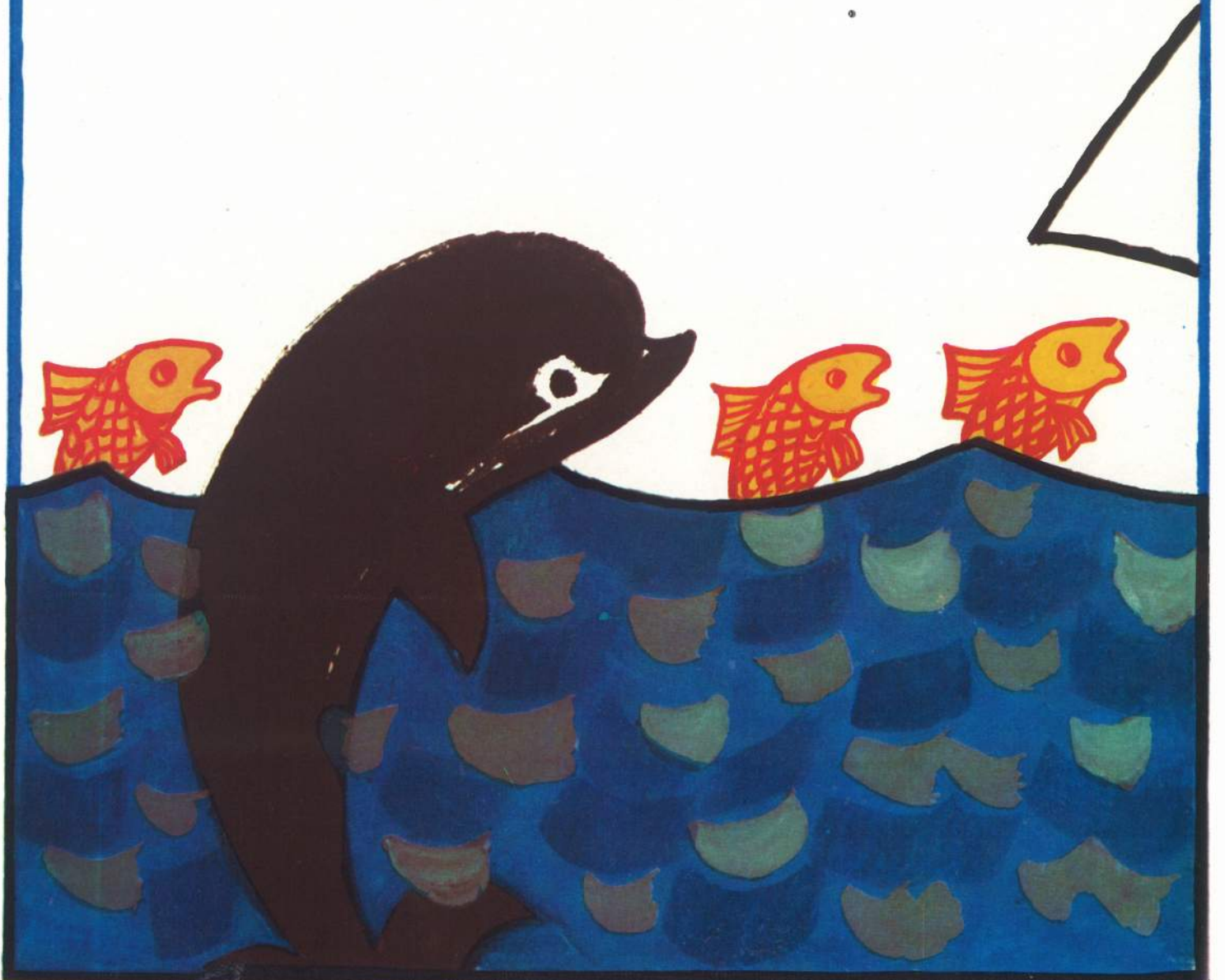
‘বাবা, ঘাসের উপর বিছানো
ওই গালিচাটি দেখছো?’
‘গালিচা? কোথায়?’
ছেলের কথা না বুঝে বাবা
ওর ইশারায় দূরে তাকালেন।
‘গালিচা তো নয়, ফুল।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.
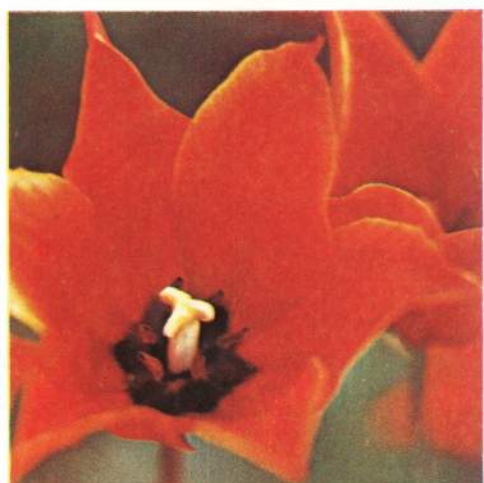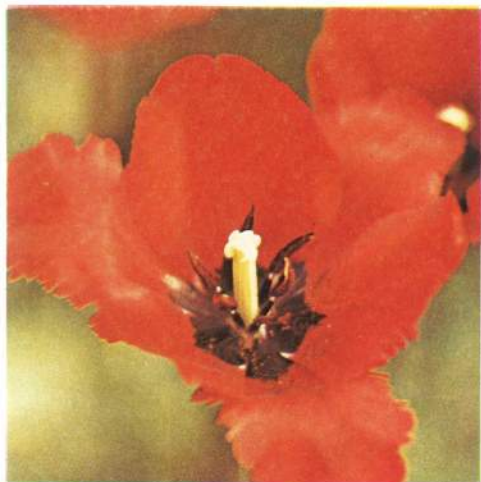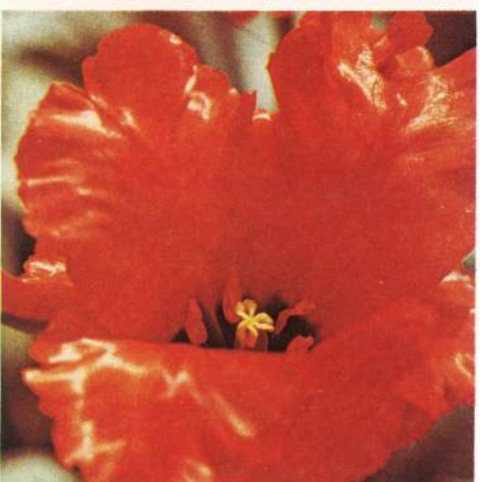
চল কাছে গিয়ে দেখি। এইমাত্র পিওনগুলি পুরোপুরি ফুটেছে। বড় সুন্দর। লনের উপর সেঁধে থাকা ওই ফুলগুলি দেখো। পেটুনিয়ার কেয়ারিকে গালিচা ভেবেছ। দূর থেকে তাই মনে হয়।
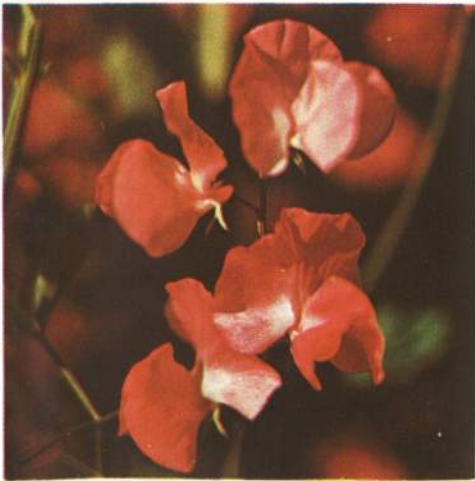
মাসখানেকের মধ্যেই লনগুলিতে গ্লাডিওলাস ফুটবে। ওদের লম্বা লম্বা ডাঁটাগুলি দেখো। নানা জাতের গ্লাডিওলাস রঙের যে রামধনু ছড়ায় এখন তা কল্পনা করাও কঠিন। পুষ্পবিদরা নতুন জাতের গ্লাডিওলাস জন্মানোর চেষ্টা করছেন।'
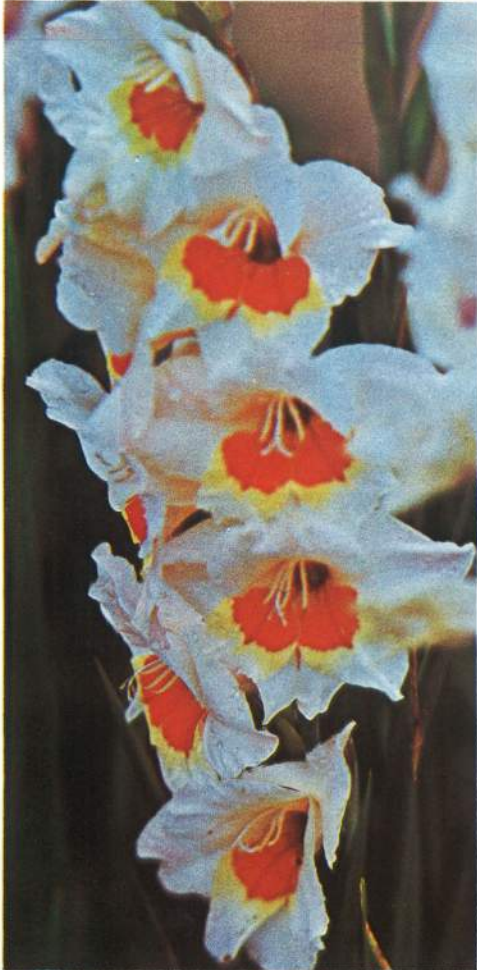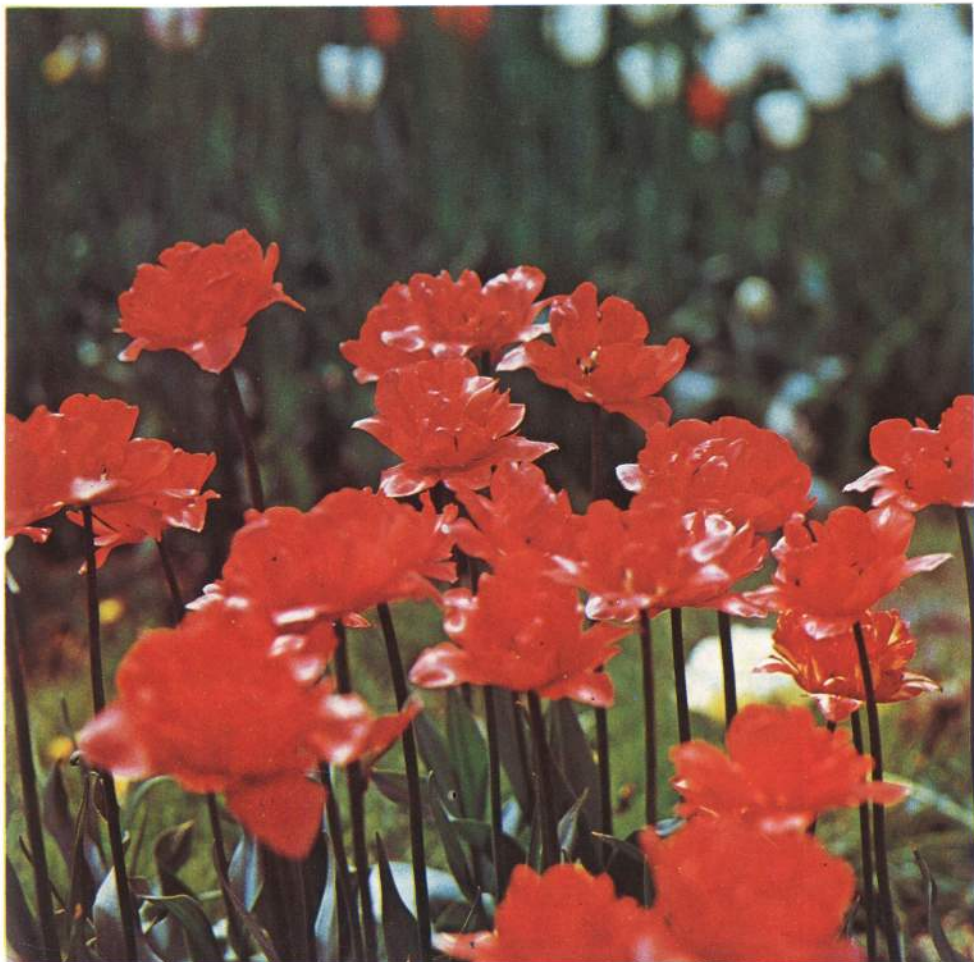
THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

'ওগ্নলো তো পপি, তাই না!' ভাদিক আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল।

বনের ফাঁকা জায়গায় নাজ্নক ছোট ছোট বোঁটার আগায় উজ্জ্বল-লাল পপিগ্নলি ম্দ্ন হাওয়ায় দ্নলছিল।

'পপির গান শ্নতে চাইলে মাথা ন্নইয়ে চেষ্টা কর,' বাবা পরামর্শ দিলেন।

ভাদিক শিষ্ট ছেলের মতো হাঁটু গেড়ে ফুলগ্নলির দিকে ঝ্ঁকল। তারপর দ্নষ্টুহাসি হেসে বলল, 'শ্ননেছি, আমরা যে কাঠবিড়ালীর কথা বেমাল্নম ভুলে গেছি সেটাই গেয়ে শোনাল।'

বাবা জোরে হেসে উঠলেন।

'ফুলগ্নলির ব্নদ্ধিস্নদ্ধি আছে। চল, কাঠবিড়ালী খ্ঁজি। কাছেপিঠেই আছে।'
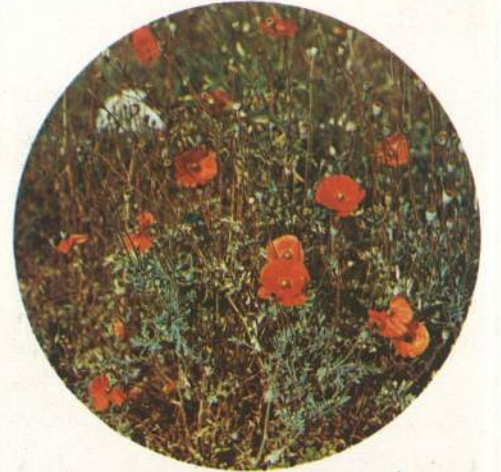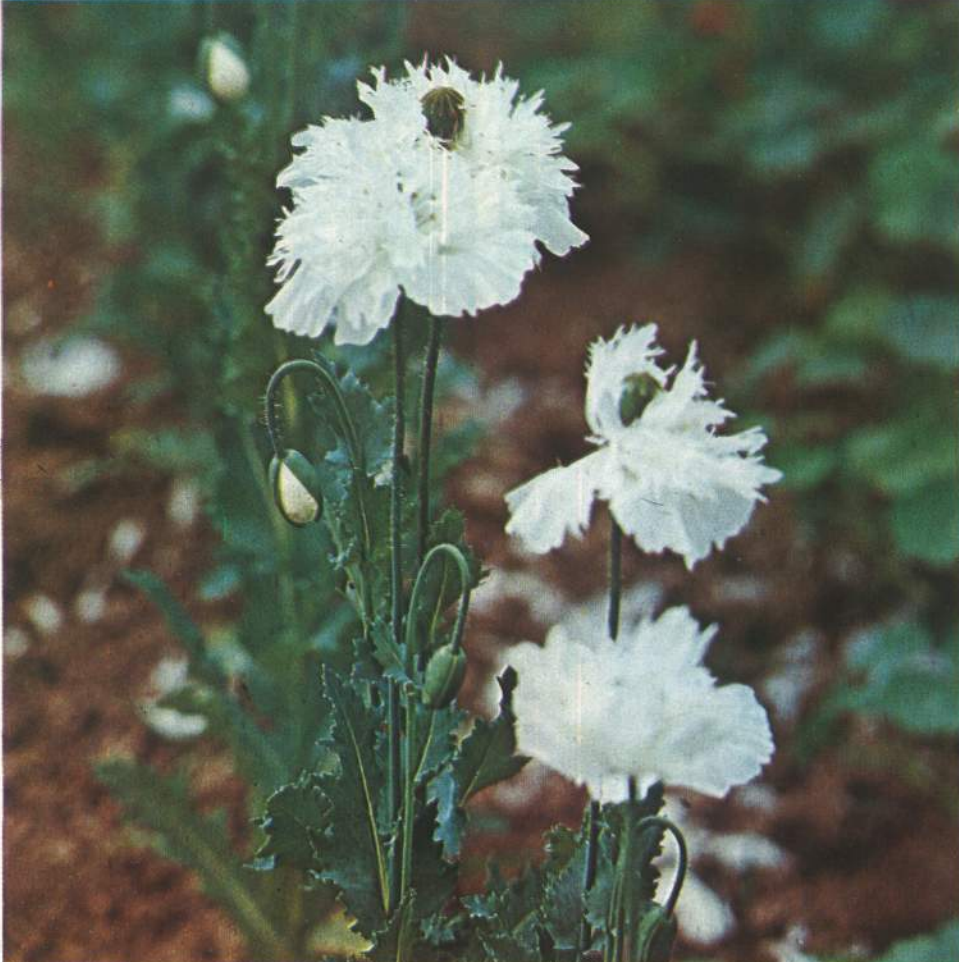
ভাদিকরা পিচঢালা একটি পথ পেরিয়ে খানিকটা এগতেই আবারও ফুলের মেলার মাঝখানে এসে পড়ল। এবার গোলাপ বাগিচা — বোটানিকাল গার্ডেনের শিরমণি, আনন্দের ঝরনাধারা। বাগান আলো করে শত শত জাতের গোলাপ ফোটে বসন্ত থেকে শরতের শেষাবধি। একটি নতুন ভ্যারাইটি, 'মস্কোর প্রভাব': বেশ বড়, গোলাপী রঙের হাইব্রিডটি ।

দেখে দেখে ভাদিকের আশ মেটে না। শেষে ভারিক্কি স্বরে বলল, 'মাকে নিয়ে আসা চাই। তার প্রিয় ফুল গোলাপ। আগামী ছুটির দিন সবাই মিলে এলে কেমন হয়?'

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

'অবশ্যই! মনে হচ্ছে সফরটি তোমার ভালো লেগেছে। চল এবার কাঠবিড়ালীদের একটু খোঁজ নিই। ওখানেই আছে। গাছ থেকে ঝুলানো যে খাবারের তাক দেখছো — ওগ্‌লো পাখি আর কাঠবিড়ালীর জন্য।'
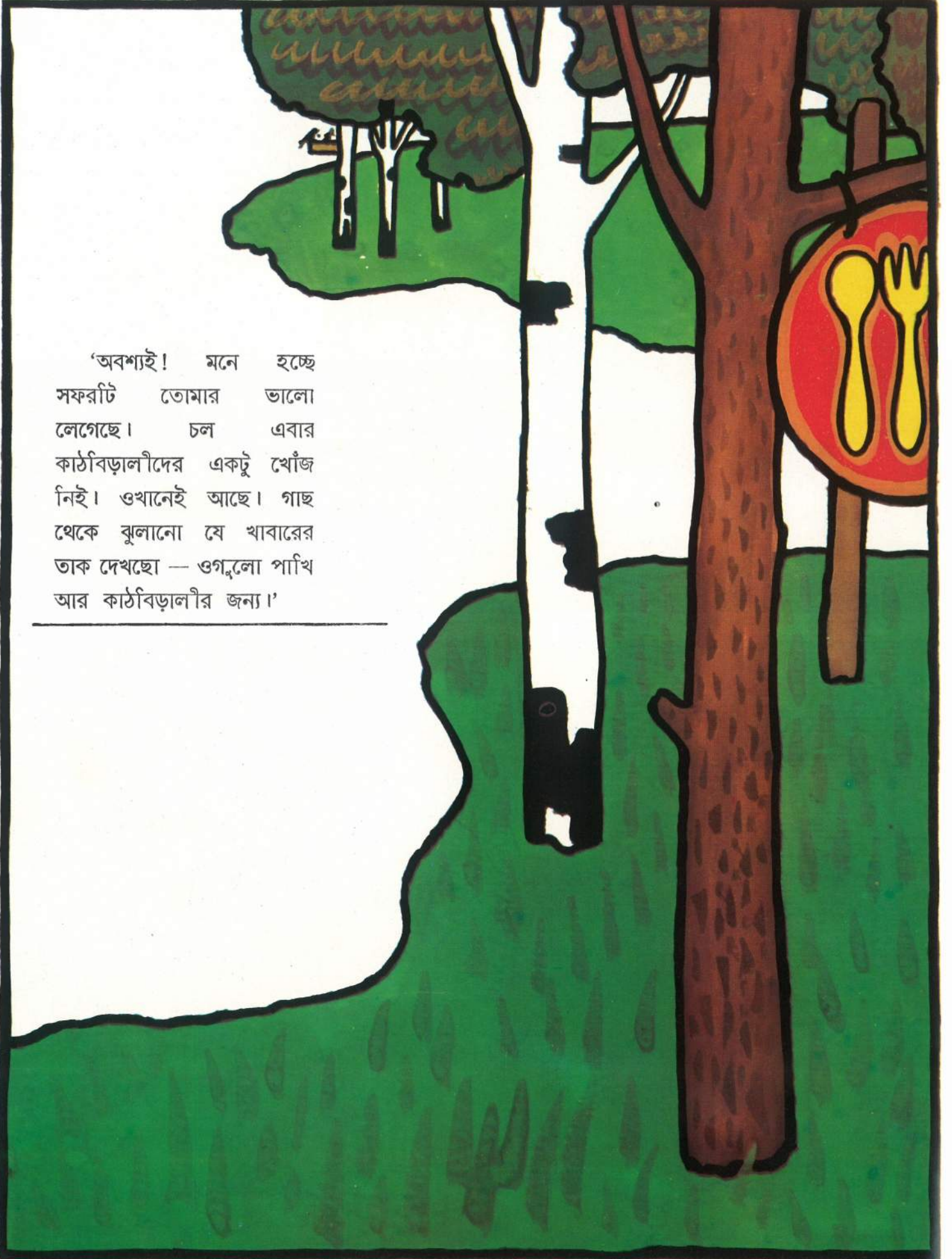
কয়েক পা যেতেই হঠাৎ গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল এক কাঠবিড়ালী। পেছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল অচেনা আগন্তুকদের।

একটু পরেই হাজির আরও দুটি।

'তোমার কাঠবিড়ালীদের পেলে তো? ভয় পেয়ো না। ভারি শান্ত ওরা। কাউকে কামড়ায় না, খুব হুঁশিয়ার হয়ে হাত থেকে খাবারটুকু নেবে শুধু। ওদের দু'একটা বাদাম দাও।' বাবা ভাদিককে একমুঠো বাদাম দিলেন।

ভাদিক উবু হয়ে বসে হাত বাড়িয়ে দিল...

সবুজ দ্বীপে
প্রাণের মেলা

В. Дацкевич

ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ

На бенгали

Victor Datskevich

THE GREEN ISLAND

In Bengali

ছোট শিশুদের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত

ISBN 5-05-001773-4